অপ্রতিরোধ্য
অগ্রযাত্রায়
বাংলাদেশ

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

উদ্ভাবনী উদ্যোগ

২০২০-২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
নিরাপদ কর্মপরিবেশ হোক সবার”

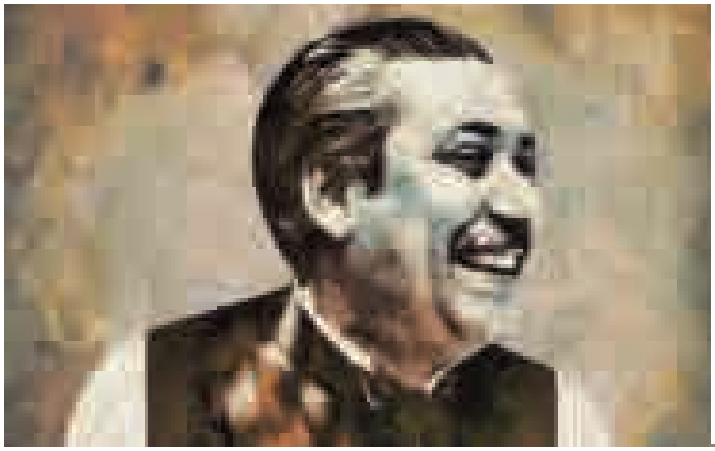

"বিশ্বের সকল সম্পদ ও কারিগরি জ্ঞানের সুষ্ঠু বণ্টন দ্বারা এমন কল্যাণের দ্বার খুলে দেওয়া যাবে যেখানে প্রত্যেক মানুষ সুখী ও সম্মানজনক জীবনের ন্যূনতম নিশ্চয়তা লাভ করবে।"

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে বাংলায় প্রদত্ত ভাষণ

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রতিমন্ত্রী
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

বাণী

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) উদ্ভাবন-প্রক্রিয়াকে আরও দৃশ্যমানরূপ দেওয়ার লক্ষ্যে একটি প্রকাশনা বের করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

সরকারের যে কোন সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে উদ্ভাবনের বিকল্প নেই। যে জাতি উদ্ভাবন ও উদ্ভাবন কৌশল যত বেশি যুগোপযোগী করতে পারে সে জাতি তত বেশি সফল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন, সরকারের কর্মকাণ্ডে জনগণকে সম্পৃক্ত করা, জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়া এবং তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্যে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো এ চারটি উপাদানকে অগ্রাধিকার দিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ ও রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে অসামান্য অবদান রাখছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার দেওয়া চারটি উপাদানের যোগসূত্র স্থাপন করতেই সকল স্তরে উদ্ভাবন ধারণাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ২০৪১ সালে উন্নত দেশের কাতারে বাংলাদেশকে দেখতে চাইলে আমাদের সকলকে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা করতে হবে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর শ্রমিক, মালিক, সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, ব্যবসা ও বিনিয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃজনের জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অধিদপ্তরের তরুন কর্মকর্তাদের উদ্ভাবনী ধারণাসমূহ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের মাধ্যমে শ্রমজীবী-মেহনতি মানুষ, মালিকপক্ষ আরো দ্রুত নাগরিক সেবা পাবে বলে প্রত্যাশা রাখি।

মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে তাঁদের নিজেদের কাজ কিভাবে দক্ষতার সাথে করা যায়, সহজে জনগণের কাছে পৌঁছানো যায় সে বিষয়ে সৃজনশীল এবং উদ্ভাবন চিন্তার সাথে থাকার আহবান জানাই। আপনাদের উদ্ভাবন ধারণাকে সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

সর্বোপরি কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর 'উদ্ভাবনী উদ্যোগ ২০২০-২০২১' সফল হোক, সার্থক হোক-এই কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
জয় হোক এ দেশের মেহনতি মানুষের

বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি

সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

নাগরিক সেবা সহজিকরণ ও সুশাসন নিশ্চিতকরণে উদ্ভাবন চর্চার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি সেবা প্রক্রিয়াকে সহজতর ও জনবান্ধব করার মাধ্যমে জনগণের দোরগাড়ায় সরকারি সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। অত্র মন্ত্রণালয় তার আওতাধীন অধিদপ্তর দপ্তরসমূহে উদ্ভাবন চর্চার মাধ্যমে সহজেই সেবা প্রত্যাশীদের কাঙ্ক্ষিত সেবা পৌঁছে দেওয়া এবং ২০২১ সালের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণ প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে অত্র মন্ত্রণালয় তার আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক "উদ্ভাবনী উদ্যোগ ২০২০-২০২১" প্রকাশিত হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ এর নির্দেশনায় তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বাংলাদেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে মহাকাশে বাংলাদেশের প্রথম কৃত্রিম স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু-১ প্রেরণ, বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশকে নিয়ে গেছে অন্য রকম উচ্চতায়। বাংলাদেশ প্রযুক্তি বিশ্বে অর্জন করে নিয়েছে নিজেদের একটি সম্মানজনক স্থান। ডিজিটাল বাংলাদেশের মাধ্যমে একটি উন্নত, বিজ্ঞানমনস্ক ও সমৃদ্ধ তথ্য নির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মসংস্কৃতি যুগোপযোগী, সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজিকরণ এবং কাজের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনচর্চাকে অন্যতম প্রধান কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর জনগণের দোরগোড়ায় তথ্য ও সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য সরকারের বিভিন্ন ধরণের তথ্য ও সেবার ডিজিটালাইজেশনের উদ্যোগ নিয়েছে। লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (LIMA) এর মাধ্যমে নিয়মিত কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম চলছে। অনলাইনে এবং ডাইফের নিজস্ব হেল্পলাইনে (১৬৩৫৭) শ্রমিকগণ তার অভিযোগ জানাতে পারছে এবং অপেক্ষাকৃত দ্রুততার সাথে তার সমাধান পাচ্ছে। আশা রাখছি নতুন উদ্ভাবিত 'ওয়ান ক্লিক রিপোর্টিং সিস্টেম' দাপ্তরিক কাজ সুষ্ঠুভাবে সহজে করার ক্ষেত্রে; 'ডাইফ ইনভেন্টরি এন্ড রিকুইজিশন সিস্টেম' দপ্তরের কর্মকর্তাদের সেবা প্রদান; এবং 'ডাইফ এক সেবা' মোবাইল অ্যাপস শ্রমিক, মালিক, সরকার ও বিভিন্ন অংশীজনকে তথ্য প্রদানে সহযোগিতার মাধ্যমে সেবা সহজীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এই বছরটি আমাদের সবার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এই বছর আমরা সবাই উদযাপন করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী। জাতির পিতার আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় নেতৃত্বে রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে সক্ষম হবো।

কে, এম, আব্দুস সালাম

মহাপরিদর্শক
(অতিরিক্ত সচিব)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মহাপরিদর্শকের কথা

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন ধারণাটি বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে আলোচিত। বাংলাদেশে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন ধারণাটি ২০১২ সাল হতে আলোচনা ও চর্চা শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালে 'গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট' প্রতিষ্ঠা করে। ই-গভর্ন্যান্স বিষয়ক প্রকল্প 'একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম' নাগরিক সেবায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের কার্যক্রমের অংশ হিসাবে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনের ধারণাটিকে জনপ্রিয় করে তোলে। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর/সংস্থা এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে একটি করে 'ইনোভেশন টিম' গঠনের নির্দেশনাসূচক ০৮ই এপ্রিল ২০১৩ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত সার্কুলারের মাধ্যমে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী চর্চার বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট ও একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বর্তমানে সরকারি অফিসসমূহে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী চর্চার সুযোগ তৈরি করার জন্য কাজ করছে। তারই অংশ হিসেবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর নাগরিক সেবা ও দাপ্তরিক কাজে উদ্ভাবনী কার্যক্রমকে প্রাধান্য দিয়ে নানাবিধ কাজ করে যাচ্ছে।

উদ্ভাবন বা 'ইনোভেশন' এর সংজ্ঞা, প্রয়োগ ও পরিব্যপ্তি নিয়ে তাত্ত্বিকগণের বিভিন্ন মত ও পর্যালোচনা রয়েছে। পৃথিবীব্যাপি সরকারি খাতে উদ্ভাবন বিষয়ক একক বা সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নেই। বরং উদ্ভাবন প্রত্যয়টির প্রয়োগ এবং সংজ্ঞা উভয়ই প্রাসঙ্গিক বিষয় বা পরিপ্রেক্ষিত কেন্দ্রিক। উদ্ভাবন বলতে সম্পূর্ণ নতুন একটি চর্চার অবতারণা করা; যা-প্রশাসনিক পদ্ধতি অথবা সেবা প্রদানের প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। এটি ছোটখাট পরিবর্তন হতে পারে যা ক্রমাগতভাবে বিদ্যমান ব্যবস্থা ও পদ্ধতির ধারাবাহিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। উদ্ভাবনী উদ্যোগে সৃজনশীলতা প্রয়াজন। তবে সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবন এক নয়। যেখানে সৃজনশীলতা প্রধানত মনোজাগতিক ও ধারণা কেন্দ্রিক সেখানে উদ্ভাবন প্রায়োগিক বা চর্চা কেন্দ্রিক। উদ্ভাবন বলতে কোন পণ্য বা পদ্ধতি বা সেবার উন্নয়ন বা অভিযোজন বা প্রবর্তন বোঝায় যা জনগণের জন্য নতুন সুবিধা বা উপকার তৈরি করে। সে লক্ষ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর সেবা গ্রহিতার প্রেক্ষাপট থেকে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনকে বিশ্লেষণ ও প্রয়োগ করতে আগ্রহী। নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বলতে সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় এমন কোন পরিবর্তনের সূচনা করা যার ফলে সংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে নাগরিকের আগের তুলনায় সময়, খরচ ও অফিস-যাতায়াত সাশ্রয় হয়।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ডিজিটাল সেবার আওতায় Labour Inspection Management Application (LIMA) অ্যাপসের মাধ্যমে পরিদর্শন কার্যক্রম, কারখানার লে-আউট প্লান অনুমোদন, কারখানার লাইসেন্স অনুমোদন, অনলাইনে অভিযোগ নিস্পত্তি, দুর্ঘটনা ও পেশাগত ব্যাধি মডিউল বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এই কার্যক্রমকে আরও বেশি ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে অ্যাপসটির আপগ্রেডেশন কাজ চলমান। অধিদপ্তরের নতুন ই-সেবা ও ডিজিটাল কার্যক্রম ২০২১-২২ এর সম্ভাব্য উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনাসমূহ হলো: ডাইফ ওয়ান ক্লিক রিপোর্ট সিস্টেমে 'ডাটা এ্যানালাইটিক' ড্যাশবোর্ড ইন্টিগ্রেশন, ট্রেইনিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, কারখানা এ্যাসেসমেন্ট রিস্ক ম্যাপ, লিমা আপগ্রেডেশন, ডাইফ এক সেবা মোবাইল আপগ্রেডেশন। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ভিশনকে সামনে রেখে 'ডাইফ ওয়ান ক্লিক রিপোর্টিং সিস্টেম', ডাইফ ইনভেন্টরি এন্ড রিকুইজিশন সিস্টেম ও ডাইফ একসেবা মোবাইল এপ্লিকেশন ইতোমধ্যে চালু হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় এবং ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় হতে প্রতিবেদন একটি একক ডিজিটাল প্লাটফর্মে গ্রহণ এবং সংরক্ষণ।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণসহ ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত, সমৃদ্ধ দেশে উন্নীত করতে উদ্ভাবন প্রত্যয়টি নাগরিক সেবায় অত্যাবশ্যকীয় অনুষঙ্গ। সকল পর্যায়ে এটির কার্যকর প্রয়োগ নাগরিক সেবায় সেবাগ্রহীতার প্রত্যাশিত চাহিদা পূরণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি। একই সাথে এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা, শ্রদ্ধা ও মোবারকবাদ।

মো: নাসির উদ্দিন আহমেদ

অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (যুগ্ম সচিব)
ও
আহবায়ক
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বর্তমান সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এবং বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সেলক্ষ্যে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়ার অংশ হিসেবে বিভিন্ন সেবা অনলাইন ভিত্তিক করা হচ্ছে যাতে জনগণের সময়, যাতায়াত ও অর্থ সাশ্রয় হয়। নাগরিক সেবার ক্ষেত্রে উদ্ভাবনকে ব্যাপক গুরুত্ব দিয়ে সকল নাগরিক সেবাকে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী বিষয়কে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে শ্রমিকদের কাছ থেকে অভিযোগ গ্রহণ করে তা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ে ডিজিটাল হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানের কমপ্লায়ান্স নিশ্চিতে পরিদর্শনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতা অর্জনে সৃজনশীল উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। বিশ্বব্যাপী শ্রমখাতে প্রযুক্তির যে উৎকর্ষ ও নতুনত্বের ঢেউ লেগেছে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে উদ্ভাবনী সংস্কৃতির বিকল্প নেই। প্রয়োজন ও চাহিদা বিবেচনা করে সরকারি সেবা প্রদান প্রক্রিয়ার উন্নয়ন বা সহজীকরণ উদ্ভাবনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সেবা গ্রহীতার প্রকৃত অবস্থা, সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ, সৃজনশীল সমাধান, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা এবং দলীয় উদ্যোগ একান্ত প্রয়োজন।

উদ্ভাবনমূলক কার্যক্রমকে বিস্তৃতকরণ ও কর্মকর্তাদের উদ্ভাবণী ধ্যান-ধারণায় উৎসাহী করে দাপ্তরিক কাজে আরও গতিশীলতা আনয়ন এবং সুশৃঙ্খলভাবে নিয়মকানুন অনুসরণপূর্বক কর্ম সম্পাদন করা প্রয়োজন। উদ্ভাবনের মাধ্যমে পরিদর্শন ও কমপ্লায়ান্সের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সেবাকে যুগোপযোগী ও অধিক গ্রাহকবান্ধব করা সম্ভব। সেবা গ্রহীতাকে দ্রুততম সময়ে আরও উন্নত সেবা প্রদানের বিষয়ে অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মচারিদের বিশেষ নজর দিতে হবে।

উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নে যথাযথ নির্দেশনা ও সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সম্মানীয় সচিব, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সুযোগ্য মহাপরিদর্শক এবং ইনোভেশন টিমের সদস্যবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

মো: এজাজ আহমেদ জাবের

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রধান উপদেষ্টা
জনাব কে, এম, আব্দুস সালাম
সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রধান সমন্বয়ক
জনাব মো: নাসির উদ্দিন আহমেদ
মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

আহ্বায়ক
জনাব মো: এজাজ আহমেদ জাবের
অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (যুগ্ম সচিব) ও
ইনোভেশন অফিসার
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সদস্য
জনাব সিকদার মোহাম্মদ তৌহিদুল হাসান
সহকারী মহাপরিদর্শক (সেইফটি)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

জনাব মো: আবুল হাজ্জাত সোহাগ
সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

জনাব প্রতিষ্ঠা বড়ুয়া
শ্রম পরিদর্শক (স্বাস্থ্য)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

জনাব সাব্বির আনোয়ার
শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

প্রকাশনা
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল
৩১ মে ২০২১

ডিজাইন ও প্রিন্টিং
শৈলী প্রিন্টার্স

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

অধিদপ্তরের পরিচিতি ০১
অধিদপ্তরের কার্যক্রম ০২
ইনোভেশন উদ্যোগের পটভূমি ০৩
ডাইফের ডিজিটালাইজেশন ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ ০৩
বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণাসমূহ ০৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

উদ্ভাবন পরিচিতি ০৭
উদ্ভাবক পরিচিতি ১৫

তৃতীয় অধ্যায়

অধিদপ্তরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১ বাস্তবায়নের অগ্রগতি ১৯

চতুর্থ অধ্যায়

অধিদপ্তরের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সম্ভাব্য উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২৩

পঞ্চম অধ্যায়

উদ্ভাবন বিষয়ক ভাবনা ২৭

Innovation and it's types - Md. Kamrul Hasan
DIFE's Innovation-A Design Thinking Approach - Sikder Mohammad Tawhidul Hasan
ইনোভেশন এবং সেফটি নিয়ে কিছু ভাবনা - মো: মিজানুর রহমান জনি

ষষ্ঠ অধ্যায়

উদ্ভাবন বিষয়ক গল্প ৩৫

হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন অমিত, কাজ হারালেন নাসিম! - মো: ফোরকান আহসান
এটি নিছক একটি গল্প - মো: আমিনুল ইসলাম
ডিজিটালাইজেশনে ডাইফ: যেখানে মালিক-শ্রমিক-সরকার এক সেতু বন্ধনে - সৈয়দ নাহিদ হাসান

সপ্তম অধ্যায়

ইনোভেশন ও ইনোভেশন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য স্থিরচিত্র ৪৫

অষ্টম অধ্যায়

বিজ্ঞাপন ৫৩

প্রথম অধ্যায়

অধিদপ্তর পরিচিতি
ও
ইনোভেশন উদ্যোগের পটভূমি

অধিদপ্তরের পরিচিতি:

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (Department of Inspection for Factories & Establishments) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন ৬টি দপ্তর ও সংস্থার মধ্যে একটি অন্যতম অধিদপ্তর যা ১৯৬৯ সালের শ্রমনীতি, শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ ১৯৬৯ এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা'র (International Labour Organization) শ্রম পরিদর্শন সম্পর্কিত কনভেনশন নং ৮১ এর বিধান অনুযায়ী ১৯৭০ সালে শ্রম পরিদপ্তর থেকে বিভক্ত হয়ে স্বতন্ত্র দপ্তর 'কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর' হিসেবে যাত্রা শুরু করে। পরিদপ্তরটি ১টি বিভাগীয় সদর দপ্তর , ৪টি বিভাগীয় দপ্তর (ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী) এবং ৪টি আঞ্চলিক দপ্তরসহ মোট ৩১৪ জন জনবল নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরটি মূলত বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের মজুরি, কর্মপরিবেশের নিরাপত্তা, মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা, নিম্নতম মজুরি, শিক্ষাধীনতা, কোম্পানির মুনাফায় শ্রমিকের অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে তৎকালীন প্রচলিত বিভিন্ন আইন এবং The Factories Act, 1965 অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছিল। ভারতীয় উপমহাদেশে বৃটিশ শাসনামল থেকে শ্রম আইন নিয়ে ভাবনার শুরু হয়। সর্বপ্রথম ১৮৮১ সালে কারখানা আইন প্রণীত হয়। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২২ জুন ১৯৭২ তারিখে Labour Inspection Convention, 1947 (Convention No. 81) অনুস্বাক্ষর করেন। ১৯৯২ সালে হাইকোর্টের একজন বিচারপতিকে প্রধান করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় শ্রম আইন কমিশন গঠন করা হয়। জাতীয় শ্রম আইন কমিশন ১৯৯৪ সালে বিদ্যমান ২৫টি শ্রম আইনকে একীভূত করে একটি মাত্র আইন প্রণয়নের সুপারিশ করে। এই সুপারিশের ভিত্তিতে ২০০৬ সালে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ প্রণয়ন করা হয়। এতে মোট ২১টি অধ্যায়ে ৩৫৪টি ধারা বিদ্যমান। পরবর্তীতে ২০১৫ সালে এ আইনের বিধান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়।

দীর্ঘপথ পরিক্রমায় বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে অসংখ্য কারখানা, দোকান, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। এসব সেক্টরে কাজ করছে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর ক্রমবর্ধমান বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের আইনগত অধিকার, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালন করে আসছিল। পরিদপ্তরের জনবল ও অবকাঠামো সারা দেশের কারখানা এবং দোকান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল ছিল। পরিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) এবং ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশনের (ITUC)'র সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ সরকার। সমঝোতা স্মারকে ২০১৩ সালের মধ্যেই পরিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধির বিষয়টি উল্লেখ ছিল। পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্য অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য সুবিধা (GSP) বাতিলের পর যে ১৬ দফা কর্মপরিকল্পনা দেয়, তার অন্যতম শর্ত ছিল কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিদর্শক নিয়োগ।

২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল রানা প্লাজা ধসের পর আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO), ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি (USTR) এর সুপারিশ এবং দেশের সকল শিল্প কারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রম আইনের প্রয়োগ তথা কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ ও শ্রমিক/কর্মচারীদের আইনানুগ অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে রূপান্তরের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে ১৫ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে অধিদপ্তরে উন্নীত করে জনবল বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। গৃহীত কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় ১টি প্রধান কার্যালয় ও ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরীর ৬৭৯টি পদ রাজস্বখাতে সৃজনপূর্বক মোট ৯৯৩ জনবলের সমন্বয়ে সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে অধিদপ্তর তার যাত্রা শুরু করে।

বর্তমানে দেশে আরএমজি কারখানার সংখ্যা ৫১৪৮টি। তন্মধ্যে বিজিএমইএ সদস্যভুক্ত কারখানা ৪৩৮১টি। এ সেক্টরে প্রায় ২৮ লক্ষ শ্রমিক কর্মচারী কর্মরত রয়েছে। অন্যদিকে নন-আরএমজি কারখানার সংখ্যা ৫৬,৮২৮টি এবং কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৩৪ লক্ষ। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের লাইসেন্স/রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত দোকান ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৮,২৬৫টি এবং জনবল সরবরাহকারী ঠিকাদার সংস্থার সংখ্যা ৭৫৮টি।বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত বিপুল সংখ্যাক শ্রমিক কর্মচারীগণের অধিকার, কাজের শর্তাবলী, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত আইনানুগ বিধানাবলীর যথাযথ প্রয়োগের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) এর কার্যক্রম:

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকল্পে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ৩১ মে পর্যন্ত ডাইফ-এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ছিল নিম্নরূপ:

- কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে মোট ৪৩,০২৮টি পরিদর্শন সম্পন্ন।
- ৪৮৩৭টি শ্রম সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ এবং ৪৮২২টি অভিযোগ নিষ্পত্তি। অভিযোগ নিষ্পত্তির হার ৯৯.০১%।
- ৯৩১০টি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান এবং ২৮,৫৯৮টি লাইসেন্স নবায়ন।
- বিভিন্ন কারখানায় ৮৩৭টি সেইফটি কমিটি গঠন।
- কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে মোট ৩৬৩টি শিশুকক্ষ স্থাপন।
- দুর্ঘটনায় আহত এবং নিহত শ্রমিকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ২৮,০০,০০০ টাকা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ১৪৩৩টি কারখানায় কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা হয়েছে।
- শ্রম আইন লঙ্ঘনের দায়ে কারখানা ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ১২১৩টি মামলা দায়ের।
- ৭৭৩ দিন গণশুনানীর মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশীদের ৭১৯টি আবেদন বা অভিযোগ নিষ্পত্তি।
- ১২,৭৪৩ জন শ্রমিককে মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা বাবদ ৪৭,৩০,০৩,০৬১ টাকা প্রদান নিশ্চিতকরণ।
- ১১২টি আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান এবং ৭২টি লাইসেন্স নবায়ন।
- স্বাস্থ্য, সেইফটি ও শ্রম সংক্রান্ত বিষয়ে শ্রমিক ও মালিকপক্ষের জন্য ৯১৬টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা।
- লাইসেন্স প্রদান এবং লাইসেন্স নবায়ন বাবদ ৪,৭৮,৪৮,২৩২ টাকা রাজস্ব আয়।
- স্বাস্থ্য, সেইফটি, শ্রম সংক্রান্ত বিষয়ে এবং শিশুশ্রম নিরসনে শ্রমিক ও মালিকপক্ষের জন্য ৯১৬টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা।

নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর নিম্নোক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

১। অধিদপ্তরের নিজস্ব অর্থায়নে চলমান প্রকল্পসমূহ:

ক) **"রিমিডিয়েশন কোঅরডিনেশন সেল-এ ন্যাস্ত কারখানাগুলোর ক্যাপ বাস্তবায়ন"** শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের মোট ২৬৫২টি তৈরী পোশাক শিল্প কারখানার (জাতীয় উদ্যোগের আওতায় মূল্যায়িত ১৫৪৯টি এবং অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স-এর মোট ১১০৩টি) সংস্কার কাজ তদারকি করা হচ্ছে। পরিদর্শনের পাশাপাশি আরসিসির আওতাধীন কারখানাসমূহের ড্রইং ও ডিজাইন পর্যালোচনা এবং বুয়েটের অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর সমন্বয়ে গঠিত টাস্কফোর্স এর মাধ্যমে উক্ত ড্রইং-ডিজাইন অনুমোদন করা হচ্ছে।

খ) **"জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NOHSRTI) স্থাপন"** শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় রাজশাহীতে অবকাঠামো নির্মাণসহ প্রকল্পের অন্যান্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

গ) **"কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩ টি জেলা কার্যালয় স্থাপন"** শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩ টি জেলা কার্যালয় স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

ঘ) **"নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার কাঠামো, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি নিরুপণ"** শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার কাঠামো, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি নিরুপণের কাজ চলমান রয়েছে।

২। বিভিন্ন দাতাসংস্থার অর্থায়নে চলমান প্রকল্পসমূহ:

ক) "**Improving Working Conditions in the Ready-made Garments Sector- RMGP (Phase-2)**" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নেদারল্যান্ডস, ডিএফআইডি ও কানাডার সহায়তায় দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ চলমান রয়েছে।

খ) "**Employment Injury Protection Scheme for the Workers in Textile and Leather Industries**" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সরকারি অর্থায়ন এবং German Agency for International Cooperation (GIZ) এর সহায়তায় দুর্ঘটনা বীমা চালুকরণের কাজ চলমান রয়েছে।

গ) **"Improving the Health and Safety of Workers in Bangladesh through the Strengthening of Labour Authorities"** শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ডেনমার্ক সরকারের সহায়তায় শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বৃদ্ধিকরণের কাজ চলমান রয়েছে।

এছাড়াও, ডাইফ কয়েকটি উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থা যথা German Agency for International Cooperation (GIZ) Global Alliance for Improved Network (GAIN) ইত্যাদির সঙ্গে কাজ করছে।

ইনোভেশন উদ্যোগের পটভূমি:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার রূপকল্প ২০২১ অনুসারে মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে ইনোভেশন উদ্যোগকে স্বপ্ন বাস্তবায়নের অন্যতম সোপান হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ইনোভেশনের গুরুত্ব বিবেচনা করে সরকার ২০১২ সালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট (GIU) প্রতিষ্ঠা করে। সুশাসনে উদ্ভাবনী প্রক্রিয়া নাগরিক সম্পৃক্ততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাকে উৎসাহিত করে। জনসেবায় সরকারি কর্মক্ষেত্রে উদ্ভাবন একটি নতুন ধারণা। উদ্ভাবনের মাধ্যমে সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় যে গুণগত পরিবর্তন আনা সম্ভব, সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে এ ধারণাটি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট (GIU) গঠিত হয়েছে। এতে সরকারি দপ্তরসমূহে উদ্ভাবনী সংস্কৃতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের সুযোগ তৈরী হয়। 'সবার আগে নাগরিক' এ মূলমন্ত্রকে ধারণ করে নাগরিক সেবার মানোন্নয়নে গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট কাজ করে যাচ্ছে। সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনা, নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী ধারণার বিকাশ, লালন ও বাস্তবায়নে সরকারের 'থিংক ট্যাঙ্ক' হিসেবে ভূমিকা রাখাই গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিটের প্রধান দায়িত্ব। বিভিন্ন দেশ, সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহের সাফল্য এবং লব্ধ অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে জনগণের নিকট সেবা পৌঁছে দেওয়াই হলো উদ্ভাবন। সরকারি দপ্তরসমূহে নাগরিক সেবাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সরকারি কর্মচারীরা কাজ করে যাচ্ছে। গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট তাদের ভাল কাজ এবং উদ্ভাবনী ধারণাগুলোকে উৎসাহিত এবং প্রতিপালনের জন্য অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে।

২০১৩ সালের ০৮ এপ্রিল সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর/সংস্থা, এবং জেলা উপজেলা পর্যায়ে একটি করে ইনোভেশন টীম গঠনের জন্য প্রজ্ঞাপন জারি করে সরকার। এতে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী চর্চার বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। ২০১২ সাল থেকে গৃহীত সরকারের ই-গভর্ন্যান্স বিষয়ক প্রকল্প 'একসেস টু ইনফরমেশন' প্রকল্পটি নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন ধারনাটিকে জনপ্রিয় করে তোলে। একসেস টু ইনফরমেশন (a2i) এর আওতায় সরকার ইনোভেশনকে উৎসাহিত করতে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উদ্ভাবনকে পৃষ্ঠপোষকতা করতে সরকার ২০১৩ সালের মার্চে 'ইনোভেশন ফান্ড' তৈরি করেছে। সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ডের আওতায় বহু প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার উদ্ভাবনী সংস্কৃতিকে বেগবান করতে ২০১৬ সাল থেকে 'আইডিয়া ব্যাংক' নামে একটি উদ্ভাবনী প্লাটফর্মও চালু করেছে। বিভিন্ন বিষয়ে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের জনকল্যাণমূলক ইনোভেটিভ আইডিয়া হতে প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন, টেকসইকরণসহ সার্বিক সহায়তার জন্য উদ্ভাবক ও পৃষ্ঠোপোষকদের সমন্বয় ও সংযোগ স্থাপনে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের উদ্যোগে তৈরীকৃত ইনোভেশন প্লাটফরমই আইডিয়া ব্যাংক। এখানে জনগণের উদ্ভাবিত যেকোন প্রকারের ধারণা বা উদ্যোগকে বিজ্ঞজনদের পর্যালোচনার জন্য প্রেরণ করা যায়। সেখান থেকে বাছাইকৃত প্রকল্পকে দেয়া হয় সর্বোচ্চ পৃষ্ঠপোষকতা এবং তুলে ধরা হয় জনসম্মুখে-জনকল্যাণে।

ডাইফের ডিজিটালাইজেশন ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ:

ই-ফাইলিং-এ শীর্ষস্থান অর্জন:

তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে সহজে এবং স্বল্প সময়ে জনগণকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৭-সালের ফেব্রুয়ারিতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে দাপ্তরিক কাজে ই-ফাইলিং ব্যবহার শুরু হয়। বর্তমানে অধিদপ্তরের সকল কার্যালয়ে শতভাগ নথি ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নিস্পন্ন করা হচ্ছে। এটুআই প্রকল্পের আওতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ঘোষিত ই-ফাইলিং-এর র‍্যাংকিং-এ ছোট ক্যাটাগরির বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও সংস্থার মধ্যে ইতোমধ্যে ২৩ বার শীর্ষস্থান অর্জন করেছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (LIMA):

অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে যুগোপযোগী করা এবং শ্রম পরিদর্শন কার্যক্রমে আরো স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা আনয়নের জন্য ডিজিটাল পরিদর্শন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। ডিজিটালাইজেশন তথা সেবা সহজীকরণে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অন্যতম সাফল্য লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (LIMA) কে বাস্তবে রূপায়ন। এটি একটি অনলাইনভিত্তিক ব্যবস্থা যার মাধ্যমে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ সকল কাজ যেমন: পরিদর্শন, পরিদর্শন পরবর্তী নোটিশ প্রেরণ, শ্রম আদালতে মামলা দায়ের, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সম্পাদন করা যায়। লিমা মূলত মোবাইল ও ওয়েব ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন। ফলে লিমা অ্যাপকে কম্পিউটারের পাশাপাশি মোবাইল ফোন বা ট্যাব-এ ব্যবহার করা যায়। অধিদপ্তরের শ্রম পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনার জন্য লিমা অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে, যার মাধ্যমে শ্রম পরিদর্শকগণ পরিদর্শন পরিকল্পনাসহ পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারবেন। এছাড়া, সেবা প্রার্থীরা অনলাইন এর মাধ্যমে তাদের কারখানার লাইসেন্স ও নবায়নের জন্য আবেদন করতে পারবেন। সেইসাথে সেইফটি কমিটির এবং দুর্ঘটনার প্রতিবেদনও লিমাতে দাখিল করতে পারবেন।

২০১৮ সালের ০৬ মার্চ 'লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন' (লিমা) উদ্বোধন করা হয়। পরীক্ষামূলকভাবে ২০১৮ সালের অধিদপ্তরের গাজীপুর উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে এই অ্যাপ চালু করা হয় এবং পরিদর্শকগণকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জানুয়ারি, ২০১৯ হতে সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় লিমা-এর মাধ্যমে পরিদর্শন কার্যক্রম শুরু করে। জুলাই, ২০১৯ থেকে জুন, ২০২০ পর্যন্ত লিমার মাধ্যমে সারা দেশে পরিদর্শন সংখ্যা ১৬,১৯৫টি।

প্রধান কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়ের তথ্যবাতায়ন হালনাগাদকরণ:

৭ মার্চ ২০১৫ সাল থেকে জাতীয় তথ্যবাতায়নের অংশ হিসেবে সরকারি সেবাসমূহ জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়ের তথ্যবাতায়ন নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।

বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণাসমূহ:

"ডাইফ ওয়ানক্লিক রিপোর্টিং সিস্টেম"-এ ২৩ জেলার উপমহাপরিদর্শকগণ তাদের স্ব স্ব কার্যালয় হতে লগইন করে প্রধান কার্যালয় হতে চাহিদার ভিত্তিতে নির্ধারিত টেমপ্লেটে/কলামে রিপোর্টিং এর কাজ সম্পন্ন করতে পারবেন। একইসাথে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় অথবা মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী রিপোর্টিং কলাম পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে ডাইনামিক টেমপ্লেট এর মাধ্যমে রিপোর্টিং কলাম সাজিয়ে পুনরায় সার্ভার এ দেওয়া সম্ভব হবে। সিস্টেমে সংরক্ষিত ডাটা ডাউনলোড করা যাবে। প্রতিবেদন একীভূত করাও অনেক সহজ হয়ে পড়বে। সেই সাথে এই সিস্টেমে তুলনামূলক পর্যালোচনা করাও সম্ভব হবে।

অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন সেবা DIFE Eksheba Mobile Application এর মাধ্যমে একটি একক প্লাটফর্মে নিয়ে আসা হয়েছে। নাগরিকদের সেবা সম্পর্কিত এবং আইন ও বিধি বিষয়ক তথ্য, লাইসেন্স গ্রহণ এবং নবায়ন, বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রেরণ, শ্রমিকদের অভিযোগ প্রদান আরও সহজ হয়েছে।

"ডাইফ ইনভেন্টরি এন্ড রিকুইজিশন সিস্টেম"-এ একটি ওয়েব-বেজড সফটওয়্যার থাকবে যাতে প্রত্যেক কর্মচারীর প্রাপ্যতা ব্যবহারকারীর পদবী অনুযায়ী পূর্ব নির্ধারণ করা থাকবে। প্রত্যেক কর্মচারীর নিজ নামে উক্ত সফটওয়্যারে একাউন্ট থাকবে। উক্ত একাউন্টে লগ-ইন করে তিনি পণ্যের চাহিদা পত্র প্রেরণ করবেন। পণ্য সরবরাহকারী শাখার একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার জন্য 'ইনভেন্টরি ম্যানেজার' হিসাবে একটি একাউন্ট থাকবে এবং উক্ত একাউন্টে লগ-ইন করে তিনি প্রাপ্ত সকল চাহিদাপত্র তালিকা আকারে দেখতে পাবেন। সেই তালিকায় পণ্যের চাহিদার পাশাপাশি পণ্যের বর্তমান স্টক প্রদর্শন করবে। তালিকা যাচাইপূর্বক চাহিদাপত্র অনুমোদনের ব্যবস্থা থাকবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবক

পরিচিতি

উদ্ভাবন পরিচিতি

উদ্ভাবনী ধারণা-১

শিরোনাম: ডাইফ ওয়ানক্লিক রিপোর্টিং সিস্টেম

সমস্যার বিবরণ: নির্ধারিত অনলাইন সিস্টেম না থাকায় প্রতিবেদন/তথ্য গ্রহণ ও প্রাপ্তিজনিত সমস্যা।

সমস্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ: অধিদপ্তরের ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় হতে প্রধান কার্যালয়ের স্বাস্থ্য শাখায় ৮ ধরণের, সাধারণ শাখায় ১৮ ধরণের, সেইফটি শাখায় ৩ ধরণের এবং অন্যান্য ৪ ধরণের প্রতিবেদন বিভিন্ন ফরমেটে ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরির সময় কিছু ক্ষেত্রে এক শাখার প্রতিবেদন হতে তথ্য অন্য শাখায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ২৩টি মাঠপর্যায়ের কার্যালয় হতে ২৩টি প্রেরিত ই-মেইল থেকে সংযুক্তি ডাউনলোড করে পুনরায় প্রতিবেদন একীভূত করা হয়ে থাকে। এই পর্যায়ে যেসকল সমস্যা দেখা দেয় তা হল-প্রেরিত প্রতিবেদনের ফাইল ফরম্যাটের ভিন্নতা, ছকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া কলাম বাদ পড়া, গণনার ত্রুটি (computational mistake), সফটওয়্যার সংস্করণের ভিন্নতা, নাম্বার ফরম্যাট এর সাথে টেক্সট ফরম্যাট জুড়ে দেয়া ইত্যাদি। এছাড়াও, তথ্য বিশ্লেষণ এবং উপস্থাপনার জন্য প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী কর্মকর্তাকে বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন হতে হয়। তাৎক্ষণিকভাবে উপাত্তকে তারিখ অনুযায়ী ফিল্টার করা, উর্ধ্বক্রম অথবা নিম্নক্রম অনুযায়ী সাজানো, শতকরায় প্রকাশ করা, ভৌগোলিক অঞ্চল অনুযায়ী ভাগ করা, বিভিন্ন চার্ট (পাই, পিভট, লাইন, কলাম) যুক্ত করা। এরূপ বিশ্লেষণধর্মী কাজগুলো করার মতো দক্ষতাসম্পন্ন লোক না থাকলে সংগৃহীত উপাত্তের সর্বোচ্চ ব্যবহার করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অর্থাৎ, প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রতিবেদন তৈরি এবং প্রেরণের কাজ খুবই সময় সাপেক্ষ এবং প্রতিবেদন সংরক্ষণসহ তুলনামূলক পর্যালোচনাও কঠিন।

সেবাটি বর্তমানে যেভাবে দেয়া হয়:

প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রথমে প্রয়োজনীয় তথ্যের ছক নির্দিষ্ট করতে হয়

↓

পরিদর্শন টীম থেকে ছক অনুযায়ী তথ্য চাওয়া হয়

↓

তথ্য সংগ্রহের পর ওয়ার্ড/এক্সেল সফটওয়্যারের মাধ্যমে তথ্য একত্রীকরণ করা হয়

↓

ই-মেইলের সংযুক্তি হিসাবে ওয়ার্ড/এক্সেল ফাইল প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়

↓

প্রধান কার্যালয়ে সকল ওয়ার্ড/এক্সেল ফাইল থেকে ছক অনুযায়ী তথ্য পুনরায় একত্রীকরণ করতে হয়

↓

প্রিন্ট গ্রহণের মাধ্যমে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্য উপস্থাপন করা হয়

প্রস্তাবিত সমাধান: প্রস্তাবিত সিস্টেমে ২৩ জেলার উপমহাপরিদর্শকগণ তাদের স্ব স্ব কার্যালয় হতে রিপোর্টিং সিস্টেমের লগইন পেজে প্রবেশ করে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড এর মাধ্যমে লগইন করে সিস্টেমে প্রবেশ করে প্রধান কার্যালয় হতে চাহিদার ভিত্তিতে নির্ধারিত টেমপ্লেটে/কলাম এ রিপোর্টিং এর কাজ সম্পন্ন করতে পারবেন। একইসাথে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় অথবা মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী রিপোর্টিং কলাম পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে ডাইনামিক টেমপ্লেট এর মাধ্যমে রিপোর্টিং কলাম সাজিয়ে পুনরায় সার্ভার এ দেয়া সম্ভব হবে। সিস্টেমে সংরক্ষিত ডাটা ডাউনলোড করা যাবে। প্রতিবেদন একীভূত করাও অনেক সহজ হয়ে পড়বে। সেই সাথে এই সিস্টেমে তুলনামূলক পর্যালোচনা করাও সম্ভব হবে। জেলা কার্যালয় থেকে প্রধান কার্যালয়ে রিপোর্ট প্রদানের পূর্বে অথোরাইজেশন এর ব্যবস্থা থাকবে।

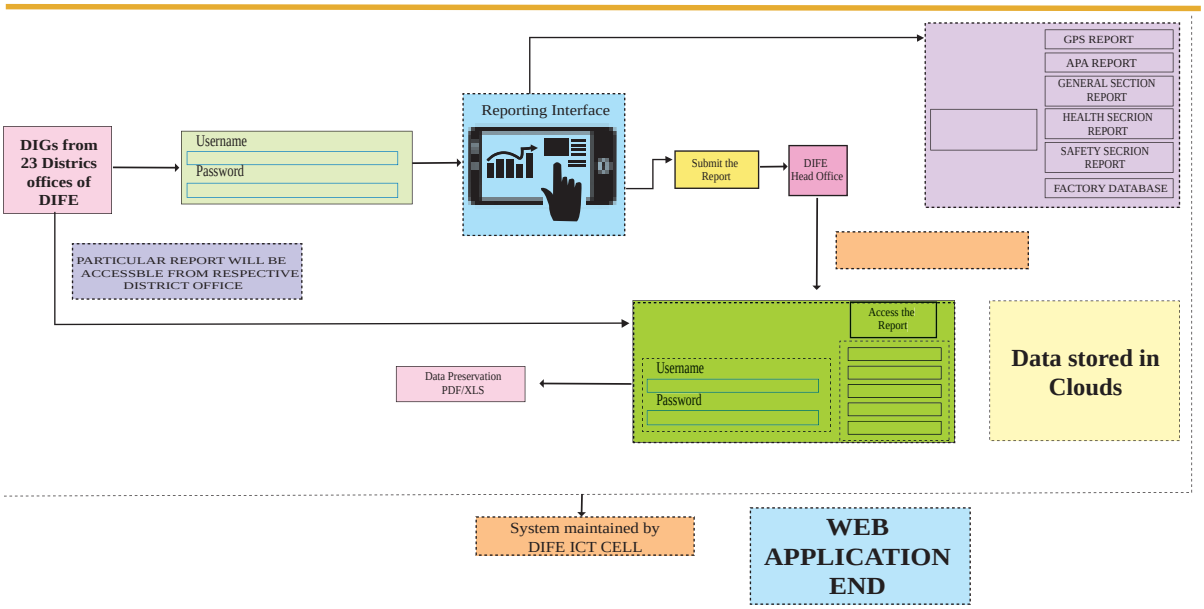

এছাড়াও, সিস্টেমটিতে প্রতিটি রিপোর্টিং মডিউলের জন্য ড্যাশবোর্ডের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর ফলে আহরিত তথ্য বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণের (যেমন: তারিখ অনুযায়ী সাজানো, উচ্চক্রম এবং নিম্নক্রম অনুযায়ী সাজানো, পাই চার্ট) সুযোগ থাকবে। ভবিষ্যতে যেকোন ধরণের প্রতিবেদন মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহ হতে সংগ্রহ করতে ডাইফ ওয়ানক্লিক রিপোর্টিং সিস্টেম প্লাটফর্মটি ব্যবহার করা যাবে। এই ওয়েব-বেইসড সফটওয়্যারটি PHP এবং Laravel Framework ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে।

উদ্ভাবন ধারণাটি বাস্তবায়নের ফলে সময়, খরচ ও যাতায়াতের (TCV) ক্ষেত্রে যেসকল সুফল পাওয়া যাবে:

সময় (Time)	প্রচলিত পদ্ধতিতে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে কম্পিউটারে ওয়ার্ডপ্রসেসর অথবা স্প্রেডশিট সফটওয়্যার ব্যবহার করে রিপোর্ট সংকলন করতে এবং তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থাপনের জন্য একজন ব্যক্তির ন্যূনতম ২ দিন সময় লাগে। বর্তমান পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে লগইন করে সংকলিত অবস্থায় রিপোর্ট পাওয়া যাবে ২ মিনিটে।
খরচ (Cost)	সময় বাঁচার কারণে খরচও বাঁচবে।
যাতায়াত (Visit)	যাতায়াতের ক্ষেত্রে কোন প্রভাব পড়বে না।

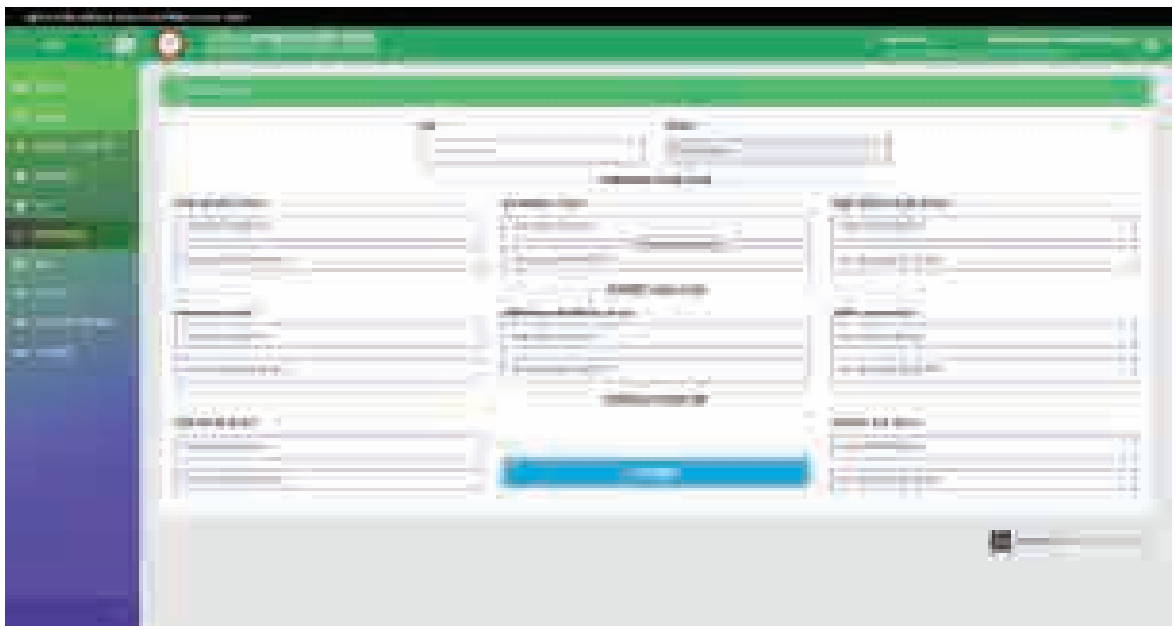

উদ্ভাবন পরিচিতি

উদ্ভাবনী ধারণা-২

শিরোনাম: ডাইফ একসেবা মোবাইল এপ্লিকেশন

সমস্যার বিবরণ: অধিদপ্তরের যেসব সেবা অনলাইনে প্রদানের ব্যবস্থা আছে সেগুলোর সেবা সংক্রান্ত তথ্য ও সেবা গ্রহণের ওয়েব ঠিকানা সম্বলিত কোন একক প্লাটফর্ম বা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন নেই।

সমস্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ: কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য যেসব সেবা অনলাইনে প্রদান করা হয় সেগুলো হলো-অনলাইনে কারখানা/প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান, অনলাইনে কারখানার লে-আউট প্লান অনুমোদন, অনলাইনে কারখানা/প্রতিষ্ঠান হতে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রদান, অনলাইনে অভিযোগ প্রদান, ডাইফ হেল্পলাইনের মাধ্যমে সরাসরি শ্রমিকদের কাছ থেকে অভিযোগ গ্রহণ ইত্যাদি। অধিদপ্তরের বিভিন্ন সেবা বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন ওয়েব ঠিকানায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যার ফলে নাগরিকদের সেবা সম্পর্কিত তথ্য, আইন ও বিধি বিষয়ক তথ্যাদি পেতে অনেক বেগ পেতে হয়। এছাড়াও, শ্রমিকদের কাছে সাধারণত কম্পিউটার/ল্যাপটপ না থেকে স্মার্ট মোবাইল ফোন থাকে। ফলে ওয়েব ব্রাউজার ব্যবহার না করে তারা মূলত মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করতে পছন্দ করেন। তাঁদের কাছে পৌঁছানোর জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কোন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ছিল না।

প্রস্তাবিত সমাধান: অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন সেবা DIFE Eksheba Mobile Application এর মাধ্যমে একটি একক প্লাটফর্মে নিয়ে আসা হয়েছে। নাগরিকদের সেবা সম্পর্কিত এবং আইন ও বিধি বিষয়ক তথ্য, লাইসেন্স গ্রহণ এবং নবায়ন, বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রেরণ, শ্রমিকদের অভিযোগ প্রদান আরও সহজ হয়েছে।

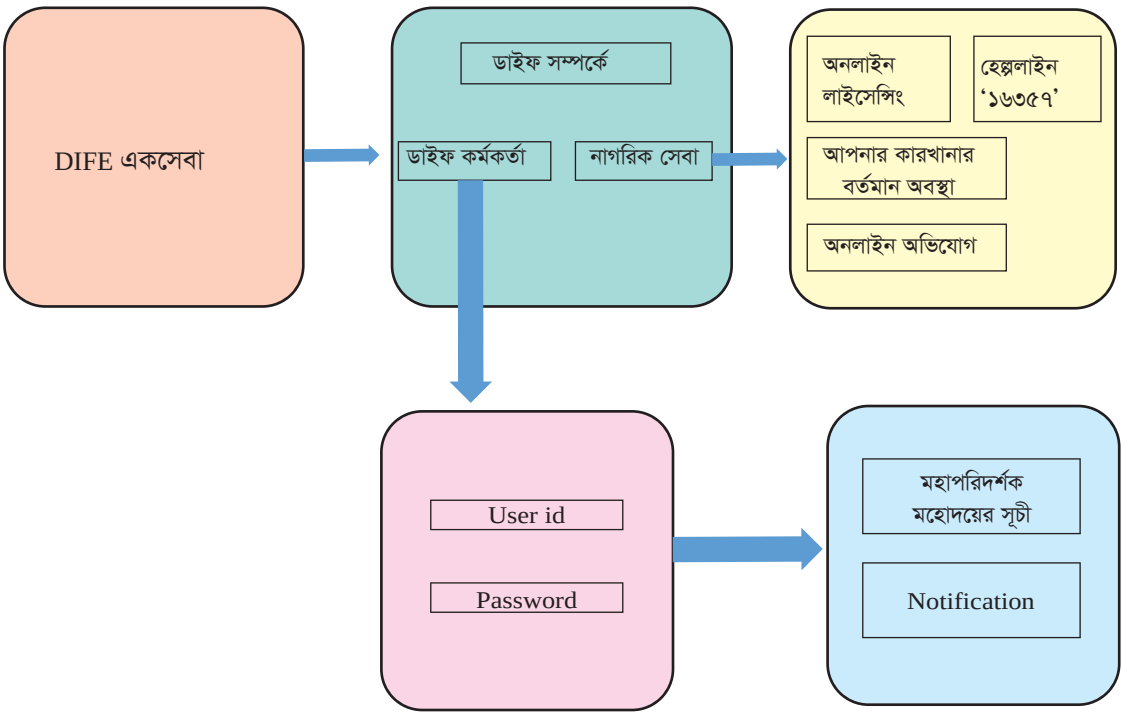

প্রসেস ফ্লো: ডাইফ একসেবা মোবাইল এপ্লিকেশন

উদ্ভাবন ধারণাটি বাস্তবায়নের ফলে সময়, খরচ ও যাতায়াতের (TCV) ক্ষেত্রে যেসকল সুফল পাওয়া যাবে:

সময় (Time)	ওয়েবের বিভিন্ন পেজে থাকা সেবাসমূহ একটি মোবাইল অ্যাপে নিয়ে আসায় কাঙ্ক্ষিত সেবাটি খুঁজে পেতে সেবাগ্রহীতার সময় কম লাগবে।
খরচ (Cost)	কম সময়ে অনলাইনে সেবা গ্রহণের ফলে সেবাগ্রহীতার খরচ কমবে।
যাতায়াত (Visit)	অনলাইন সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে যাতায়াতের প্রয়োজন নেই।

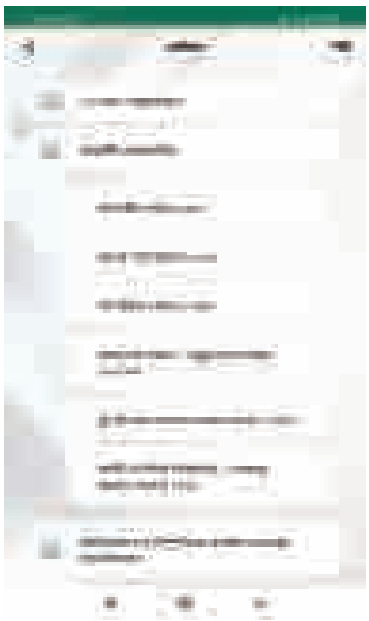

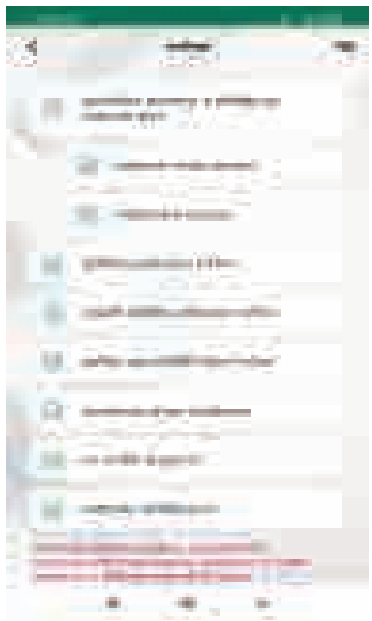

উদ্ভাবন পরিচিতি

উদ্ভাবনী ধারণা-৩

শিরোনাম: ডাইফ ইনভেন্টরি এন্ড রিকুইজিশন সিস্টেম

সমস্যার বিবরণ: প্রাপ্যতা অনুযায়ী কর্মচারীদের মালামাল প্রদান এবং স্টক হালনাগাদ করার কাজটি সম্পূর্ণ ম্যানুয়ালি হয়ে থাকে বলে তা অনেক কষ্টসাধ্য এবং এতে ভুলভ্রান্তির অবকাশ আছে।

সমস্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ: দৈনন্দিন কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করবার জন্য প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিভিন্ন ধরণের পণ্য যেমন: অফিস আসবাব, স্টেশনারী, ক্রোকারিজ, সংবাদপত্র/ম্যাগাজিন ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। এসব পণ্যের চাহিদাপত্র নিয়মিত বিরতিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীরা নির্দিষ্ট শাখায় প্রেরণ করে থাকেন। সরবরাহকারী শাখা চাহিদাপত্র প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে স্টক পরিদর্শন, প্রাপ্যতা যাচাই, পণ্য প্রদানের চালান ফরম, স্টক রেজিস্টার হালনাগাদের কাজ করে থাকেন। এসব কাজ ম্যানুয়ালি করা সময়সাপেক্ষ, কষ্টসাধ্য এবং এতে ভুল করার অবকাশ থাকে। অপরদিকে ইনভেন্টরি ব্যবস্থাপনার কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সময় সংবেদনশীল। সঠিক সময়ে সঠিক পরিমাণে পণ্য বা সেবা ক্রয় করতে হলে পূর্ব থেকেই ইনভেন্টরি সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। কাগজপত্রের রেজিস্টার ঘাটাঘাটি করে ১২ ধরণের অফিস আসবাব, ৪৫ ধরণের অফিস স্টেশনারী, ১৩ ধরণের ক্রোকারিজ, ৪ ধরণের এরোসল/এয়ারফ্রেশনার/ কারসেন্ট এর সর্বশেষ স্টক যাচাই করার কাজটি অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ। তাছাড়া কোন পণ্যটি কী পরিমাণ কিনতে হবে সেটি বুঝতে হলে বিগত বছরগুলোর চাহিদা বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে যা প্রচলিত কাগুজে পদ্ধতিতে করা দুঃসাধ্য।

সেবাটি বর্তমানে যেভাবে দেয়া হয়:

কর্মকর্তা/কর্মচারী চাহিদাপত্র লিখেন

↓

কর্মকর্তা/কর্মচারী চাহিদাপত্র সেবা ও সরবরাহ শাখায় প্রেরণ করেন

↓

সেবা ও সরবরাহ শাখার কর্মকর্তা চাহিদাপত্র এবং প্রাপ্যতা যাচাই করেন

↓

সেবা ও সরবরাহ শাখার কর্মকর্তা স্টক যাচাই করেন

↓

সেবা ও সরবরাহ শাখার কর্মকর্তা চাহিদাপত্র অনুযায়ী মালামাল সরবরাহ করেন

↓

সেবা ও সরবরাহ শাখার কর্মকর্তা স্টক হালনাগাদ করেন

প্রস্তাবিত সমাধান: একটি ওয়েব-বেজড সফটওয়্যার থাকবে যাতে প্রত্যেক কর্মচারীর প্রাপ্যতা (সংশিষ্ট প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী) সফটওয়্যার ব্যবহারকারীর পদবী অনুযায়ী পূর্ব নির্ধারণ করা থাকবে। প্রত্যেক কর্মচারীর নিজ নামে উক্ত সফটওয়্যারে একাউন্ট থাকবে। উক্ত একাউন্টে লগ-ইন করে তিনি পণ্যের চাহিদা পত্র একটি অনলাইন ফরম পূরণ করে প্রেরণ করবেন। পণ্য সরবরাহকারী শাখার একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার জন্য 'ইনভেন্টরি ম্যানেজার' হিসাবে একটি একাউন্ট থাকবে এবং উক্ত একাউন্টে লগ-ইন করে তিনি প্রাপ্ত সকল চাহিদাপত্র তালিকা আকারে দেখতে পাবেন। সেই তালিকায় পণ্যের চাহিদার পাশাপাশি পণ্যের বর্তমান স্টক প্রদর্শন করবে। তালিকা যাচাইপূর্বক চাহিদাপত্র অনুমোদনের ব্যবস্থা থাকবে।

কর্মকর্তা/কর্মচারী নিজ একাউন্টে লগ-ইন করবেন

↓

অনলাইন ফরম পূরণ করে চাহিদাপত্র প্রেরণ করবেন

↓

সরবরাহকারী শাখা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রাপ্যতা এবং স্টক যাচাই করে চাহিদাপত্র অনুমোদন করবেন

এই সিস্টেমটি উন্নয়নের ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৫ মার্চ, ২০২১ তারিখে জারিকৃত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/মাঠপ্রশাসন/অধিদপ্তর/দপ্তর/পরিদপ্তরে কর্মরত কর্মচারীগণের অফিস আসবাব, অফিস সরঞ্জাম, স্টেশনারি, ক্রোকারিজ, সংবাদপত্র এবং ম্যাগাজিন প্রাপ্যতার প্রাধিকার পুনঃনির্ধারণ শীর্ষক পরিপত্র অনুসরণ করা হয়েছে।

সিস্টেমটি চালু হলে স্টক ব্যবস্থাপনা স্বয়ংক্রিয়ভাবে করা যাবে। স্টক সম্পর্কিত প্রতিবেদন এক্সেল/ওয়ার্ড/পিডিএফ আকারে ডাউনলোড করে সংরক্ষণ করা যাবে। এর ফলে স্টক হালনাগাদ সম্পর্কিত কাজ সম্পাদনের জন্য সময় ব্যয় করতে হবে না। ভুলভ্রান্তির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে কমবে বলে আশা করা যায়। সফটওয়্যারটি তৈরি করতে PHP, Laravel framework ব্যবহার করা হয়েছে।

উদ্ভাবন ধারণাটি বাস্তবায়নের ফলে সময়, খরচ ও যাতায়াতের (TCV) ক্ষেত্রে যেসকল সুফল পাওয়া যাবেঃ

সময় (Time)	চাহিদাপত্র হাতে লিখে সংশ্লিষ্ট শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে পৌঁছাতে ন্যূনতম আধা ঘণ্টা সময় লাগতো। চাহিদাপত্র অনলাইন ফরমের মাধ্যমে পূরণ করতে হবে তাই সময় লাগবে সর্বোচ্চ পাঁচ মিনিট। অন্যদিকে প্রাপ্ত সকল চাহিদাপত্রের প্রাপ্যতা এবং স্টক যাচাই করতে একজন ব্যক্তির ন্যূনতম একদিন সময় লাগতো। স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টক যাচাই করা যাবে তাই এতে কোন সময় ব্যয় হবে না। অধিকন্তু ইনভেন্টরি ব্যবস্থাপনার জন্য একজন ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ দিন ব্যস্ত থাকতে হতো যা এখন দিনের শুরুতে অথবা দিনের শেষে আধা ঘণ্টা সময় খরচ করেই করা যাবে।
খরচ (Cost)	স্টক ব্যবস্থাপনা স্বয়ংক্রিয়ভাবে হওয়ার ফলে ভুলভ্রান্তির সংখ্যা কমে আসবে। ফলে অপচয় কমবে। সঠিক সময়ে সঠিক পরিমাণে পণ্য/সেবা ক্রয় করার ফলেও খরচ বাঁচবে।
যাতায়াত (Visit)	চাহিদাপত্র নিয়ে স্বশরীরে যেতে হবে না তাই যাতায়ার কমবে।

উদ্ভাবক পরিচিতি

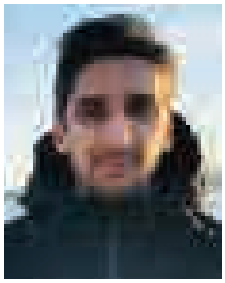

সিকদার মোহাম্মদ তৌহিদুল হাসান

সহকারী মহাপরিদর্শক (সেইফটি)

উদ্ভাবন:

- ডাইফ ওয়ানক্লিক রিপোর্টিং সিস্টেম (ডিজিটাল সেবা)
- ডাইফ একসেবা মোবাইল এপ্লিকেশন (উদ্ভাবনী উদ্যোগ)

জনাব সিকদার মোহাম্মদ তৌহিদুল হাসান ২৮ জুলাই ২০১৫ সালে সহকারী মহাপরিদর্শক (সেইফটি) পদে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে যোগদান করেন। অত্র অধিদপ্তরে যোগদানের পূর্বে তিনি বাংলাদেশের বৃহত্তম দুইটি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং একটি টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানীতে ব্যবস্থাপনামূলক কাজে দায়িত্বপালন করেছেন।

সিকদার মোহাম্মদ তৌহিদুল হাসান ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি (IUT) হতে যন্ত্রকৌশল বিভাগে (মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং) স্নাতক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ব্যবসা প্রশাসনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি ডানিডা ফেলোশিপ অর্জন করে ডেনমার্কের আলবর্গ বিশ্ববিদ্যালয় হতে Risk and Safety Management বিষয়ে এমএসসি ডিগ্রী অর্জন করেন। উক্ত ডিগ্রী অর্জনের অংশ হিসেবে তিনি "Development of an evacuation risk framework and an intelligent egress plan in terms of developing a new prototype mobile application integrated with a comprehensive evacuation management system procceded by V&V by computer egress simulation" নামক গবেষণা প্রবন্ধ (থিসিস) রচনা করেন। এছাড়াও তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যপ্রযুক্তি ইনস্টিটিউট থেকে তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেন এবং Google IT support professional, Google Data Analytics সনদধারী।

তিনি একজন স্বতন্ত্র গবেষক হিসাবে জার্মানী এবং চেক প্রজাতন্ত্রে অনুষ্ঠিত দুইটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আলোচনাপত্রের লেখক এবং সহ-লেখক ছিলেন। এছাড়াও যুক্তরাজ্য থেকে প্রকাশিত Safety Insights নামক বইয়ের একটি অধ্যায়ের লেখক। উল্লেক্ষ, তিনি গবেষণার প্রয়োজনে বিভিন্ন data science tools যেমন R, Python, SPSS, Tableau নিয়ে কাজ করেছেন।

তিনি দীর্ঘ দিন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের আইসিটি সেলের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা এবং উদ্ভাবনী দলের সদস্য সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি '১৬৩৫৭ (ডাইফ হেল্পলাইন)' নিজস্ব ভবনে রাজস্বখাতে বাস্তবায়নে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি ডাইফ ওয়ানক্লিক রিপোর্টিং সিস্টেমের মাধ্যমে যথাক্রমে অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ প্রতিবেদন প্রেরণ, গ্রহণ এবং বিশ্লেষণের একটি ডিজিটাল সেবা উদ্ভাবন করেছেন। অন্যদিকে ডাইফ একসেবা মোবাইল এপ্লিকেশনের মাধ্যমে অধিদপ্তরের যে সকল সেবা বর্তমানে অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে সে সকল সেবাকে একটি প্লাটফর্মে নিয়ে এসেছেন।

উদ্ভাবক পরিচিতি

মোহাঃ জাহাঙ্গীর আলম বাবু
শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)

উদ্ভাবনঃ

- ডাইফ ইনভেন্টরি এন্ড রিকুইজিশন সিস্টেম (সেবা সহজীকরণ)

জনাব মোহা: জাহাঙ্গীর আলম বাবু ০৩ আগস্ট ২০১৭ সালে শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ) পদে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে যোগদান করেন। অত্র অধিদপ্তরে যোগদানের পূর্বে তিনি সহকারী শিক্ষক (প্রাক-প্রাথমিক) হিসাবে ৯৩ নম্বর পাঁকা বাবলাবোনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়; চাঁপাই নবাবগঞ্জ-এ কর্মরত ছিলেন। বিদ্যালয়টি তাঁর বাসা থেকে ২৭ কিলোমিটার দূরে পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ায় তিনি প্রতিদিন নিজে নৌকা চালিয়ে পাগলা নদী পার হতেন। তিনি যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হতে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভাগে ১ম ব্যাচের ছাত্র ছিলেন।

তিনি কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের একজন শ্রম পরিদর্শক হিসাবে পরিদর্শনের মাধ্যমে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ ও শিশুশ্রম নিরসনে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের আইসিটি সেলে কর্মরত অবস্থায় তিনি ই-নথিতে শতভাগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা, তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ রাখা, উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন ও উদ্ভাবনী টিমের সদস্য সচিব হিসেবে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করেন। লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (LIMA) বাস্তবায়ন ভূমিকা রাখা, আইসিটি নীতিমালা ২০১৮ অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রস্তুত ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা, আইসিটি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করা, সরকারি ই-মেইলের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্পর্কিত কার্যাবলী, অত্র অধিদপ্তরের ফেসবুক গ্রুপ ও পেইজের অ্যাডমিনের দায়িত্ব পালন করা, ডাইফ হেল্প লাইন ১৬৩৫৭ নিজস্ব ভবনে রাজস্বখাতে বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা, অত্র অধিদপ্তরের ২৩টি কার্যালয়ের সাথে বর্ণিত কাজের বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষা করা ইত্যাদি দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। তিনি ডাইফ ইনভেন্টরি এন্ড রিকুইজিশন সিস্টেম উদ্ভাবনের মাধ্যমে অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ সেবা দ্রুত এবং সহজে প্রদানের ব্যবস্থা চালুর উদ্ভাবনী ধারণা প্রদান করেন। চাহিদাপত্র প্রদান এবং গ্রহণ, প্রাপ্যতা নির্ধারণ এবং স্টক হালনাগাদের কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন করাই ছিল তাঁর উদ্ভাবনী ধারণার উদ্দেশ্য।

মোহা: জাহাঙ্গীর আলম বাবু ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ সালে ৩৮তম বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে সহকারী কমিশনার হিসেবে বিভাগীয় কমিশনারের কাযালয়, ঢাকায় যোগদান করেন। বর্তমানে সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (প্রবাসী কল্যাণ শাখা) হিসাবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজবাড়ীতে কর্মরত আছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

অধিদপ্তরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১ বাস্তবায়নের সংক্ষিপ্ত অগ্রগতি

অধিদপ্তরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১
বাস্তবায়নের অগ্রগতি (৩১ মে ২০২১ পর্যন্ত)

ক্রম	উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অর্জিত/ চলমান	অর্জিত স্কোর
১	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	১.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	৫	অর্জিত	৫
		১.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ	১	অর্জিত	১
		১.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	২	অর্জিত	২
২	ইনোভেশন টিমের সভা	২.১ ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান	৪	অর্জিত	৪
		২.২ ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	২	অর্জিত	২
৩	উদ্ভাবন খাতে (কোড নম্বর-৩২৫৭১০৫) বরাদ্দ	৩.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ	২	অর্জিত	২
		৩.২ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়	২	অর্জিত	২
৪	সক্ষমতা বৃদ্ধি	৪.১ উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ে এক দিনের কর্মশালা/ সেমিনার	৩	অর্জিত	৩
		৪.২ উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন	৩	অর্জিত	৩
		৪.৩ সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন	৩	অর্জিত	৩
৫	স্বীয় দপ্তরের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/ উদ্যোগ আহবান, যাচাই বাছাই-সংক্রান্ত কার্যক্রম	৫.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধারণাগুলো যাচাই-বাছাইপূর্বক তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	৪	অর্জিত	৪
৬	উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন	৬.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়নের সরকারি আদেশ জারি	৩	অর্জিত	৩
		৬.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়ন	৩	অর্জিত	৩
৭	উদ্ভাবন প্রদর্শনী (শোকেসিং)	৭.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত প্রদর্শনীতে (শোকেসিং) অংশগ্রহণ	৬	অর্জিত	৬
৮	উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	৮.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/ জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	৮	অর্জিত	৮
৯	স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান	৯.১ উদ্ভাবকগণকে প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদান	৩	অর্জিত	৩
		৯.২ উদ্ভাবকগণকে দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ	২	অর্জিত	২
		৯.৩ উদ্ভাবন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণকে বিদেশে শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ	২	স্থগিত	কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি

ক্রম	উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অর্জিত/ চলমান	অর্জিত স্কোর
১০	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	১০.১ ইনোভেশন টিমের পূর্ণাঙ্গ তথ্যসহ বছরভিত্তিক উদ্ভাবনের সকল তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ	৪	অর্জিত	৪
		১০.২ বছরভিত্তিক পাইলটিং ও বাস্তবায়িত সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড/হালনাগাদকরণ	২	অর্জিত	২
		১০.৩ বাস্তবায়িত ডিজিটাল-সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ	২	অর্জিত	২
১১	ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন	১১.১ ন্যূনতম একটি ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা	৪	অর্জিত	৪
১২	সেবা সহজিকরণ	১২.১ ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়ন	৪	অর্জিত	৪
		১২.২ ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ সারাদেশে সম্প্রসারণ/ রেপ্লিকেশন	৪	অর্জিত	৪
১৩	পরিবীক্ষণ	১৩.১ উদ্ভাবকগণের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা (ক্যালেন্ডার) প্রণয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	৩	অর্জিত	৩
		১৩.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	২	অর্জিত	২
		১৩.৩ মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান	২	অর্জিত	২
১৪	ডকুমেন্টেশন প্রকাশনা	১৪.১ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা (পাইলটিং ও সম্প্রসারিত)	৪	অর্জিত	৪
		১৪.২ সেবা সহজিকরণের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা	৩	অর্জিত	৩
১৫	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন	১৫.১ উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন	৩	অর্জিত	৩
		১৫.২ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ	১	অর্জিত	১
		১৫.৩ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন	৩	যথাসময়ে করা হবে	৩
		১৫.৪ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ	১	যথা সময়ে প্রেরণ করা হবে	১
মোট স্কোর (তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত)					**৯৮**
উদ্দেশ্য নং ১৫.৩ এবং ১৫.৪ কার্যক্রম সমাপ্তের পর স্কোর হবে					**৯৮**

চতুর্থ অধ্যায়

২০২১-২০২২ অর্থবছরের সম্ভাব্য উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা

অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সম্ভাব্য উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	ধরন	সুবিধাভোগী	বর্তমান অবস্থা	সম্ভাব্য উদ্ভাবনকারী
১	২	৩	৪	৫	৬
১	ডাইফ ওয়ান ক্লিক রিপোর্ট সিস্টেমে "ডাটা এ্যানালাইটিক" ড্যাশবোর্ড ইন্টিগ্রেশন।	ডিজিটাল সেবা	অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা	২০২১-২২ অর্থবছরের সম্ভাব্য ইনোভেশন উদ্যোগ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।	সিকদার মোহাম্মদ তৌহিদুল হাসান সহকারী মহাপরিদর্শক (সেইফটি) সাব্বির আনোয়ার শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)
২	ট্রেইনিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম	ডিজিটাল সেবা/ সেবা সহজীকরণ	অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা	২০২১-২২ অর্থবছরের সম্ভাব্য ইনোভেশন উদ্যোগ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।	সিকদার মোহাম্মদ তৌহিদুল হাসান সহকারী মহাপরিদর্শক (সেইফটি) এ কে এম মানছুরুলহক সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ)
৩	কারখানা এ্যাসেসমেন্ট রিস্ক ম্যাপ	ডিজিটাল সেবা/ উদ্ভাবনী উদ্যোগ	অধিদপ্তরের সকল অংশীজন	২০২১-২২ অর্থবছরের সম্ভাব্য ইনোভেশন উদ্যোগ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।	সিকদার মোহাম্মদ তৌহিদুল হাসান সহকারী মহাপরিদর্শক (সেইফটি) মো: আবুল হাজ্জাত সোহাগ সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ)
৪	লিমা (Labour Inspection Management Application-LIMA) আপগ্রেডেশন	ডিজিটাল সেবা	অধিদপ্তরের সকল অংশীজন	২০২১-২২ অর্থবছরের সম্ভাব্য ইনোভেশন উদ্যোগ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।	Labour Inspection Management Application (LIMA) টিম
৫	ডাইফ এক সেবা মোবাইল আপগ্রেডেশন	ডিজিটাল সেবা/ উদ্ভাবনী উদ্যোগ	অধিদপ্তরের সকল অংশীজন	২০২১-২২ অর্থবছরের সম্ভাব্য ইনোভেশন উদ্যোগ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।	সিকদার মোহাম্মদ তৌহিদুল হাসান সহকারী মহাপরিদর্শক (সেইফটি) মো: আবুল হাজ্জাত সোহাগ সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ)

পঞ্চম অধ্যায়

উদ্ভাবন বিষয়ক ভাবনা

Innovation and it's types

Md. Kamrul Hasan
Deputy Inspector General (Safety)
Department of Inspection for Factories & Establishments

Innovation

"The actions required to create new ideas, processes or products which when implemented lead to positive effective change. While invention requires the creation of new ideas, processes or products, innovation moves one step further and requires implementation of the inventive act. Innovation also implies a value system which seeks to derive a positive outcome from the inventive act. For example, actions which lead to a negative performance metric would not be considered innovative, even if they met the requirements of novelty and enabling actions."

-Marc Chason, Motorola Labs

"Innovation is creating new value and/or capturing value in a new way. Value is the key word, stressing the difference between innovation and invention. The definition is simple, easy to memorize and also good enough to encompass innovation in all the value chain."

-Victor Fernandes, Natura

"Innovation is something new to your business that fills an untapped customer need. Ideally, the innovation builds a new market."

-Jonathan Rowe, Gene Express Inc.

All the experts pointed out that innovation must (a) deliver some positive outcome whether it is tangible value, creation of a new market or a competitive advantage and (b) that the actions required to deliver this value must be new to the company. Some experts mentioned that innovation applied to stakeholders across the value chain, while a few focused on end customers and markets. What is clear to us is that these narrower boundaries are more defined by the work experience of our experts. Since all our experts are working in the innovation space, we combined the responses to say that innovation does apply across the value chain. Perhaps, the simplest definition of innovation is creating new value and/or capturing value in a new way.

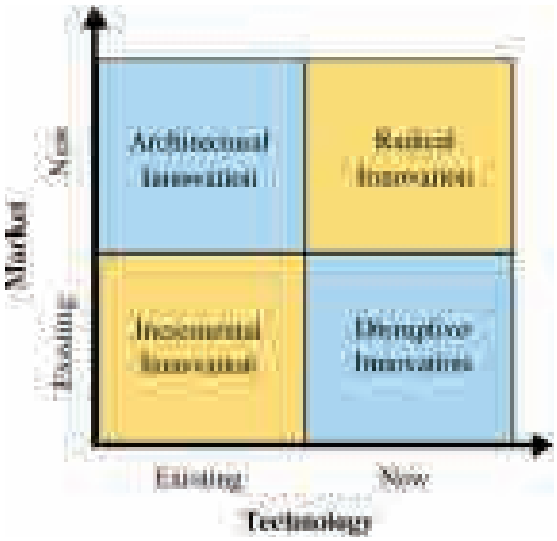

Types of Innovation

Incremental Innovation

Incremental Innovation is the most common form of innovation. It utilizes your existing technology and increases value to the customer (features, design changes, etc.) within your existing market. Almost all companies engage in incremental innovation in one form or another. Examples include adding new features to existing products or services or even removing features (value through simplification).

Disruptive Innovation

Disruptive innovation, also known as stealth innovation, involves applying new technology or processes to your company's current market. It is stealthy in nature since newer tech will often be inferior to existing market technology. This newer technology is often more expensive, has fewer features, is harder to use, and is not as aesthetically pleasing. It is only after a few iterations that the newer tech surpasses the old and disrupts all existing companies. By then, it might be too late for the established companies to quickly compete with the newer technology. There are quite a few examples of disruptive innovation, one of the more prominent being Apple's iPhone disruption of the mobile phone market. Prior to the iPhone, most popular phones relied on buttons, keypads or scroll wheels for user input. The iPhone was the result of a technological movement that was years in making, mostly iterated by Palm Treo phones and personal digital assistants (PDAs). Frequently you will find that it is not the first mover who ends up disrupting the existing market. In order to disrupt the mobile phone market, Apple had to cobble together an amazing touch screen that had a simple to use interface, and provide users access to a large assortment of built-in and third-party mobile applications.

Architectural Innovation

Architectural innovation is simply taking the lessons, skills and overall technology and applying them within a different market. This innovation is amazing at increasing new customers as long as the new market is receptive. Most of the time, the risk involved in architectural innovation is low due to the reliance and reintroduction of proven technology. Though most of the time it requires tweaking to match the requirements of the new market. In 1966, NASA's Ames Research Center attempted to improve the safety of aircraft cushions. They succeeded by creating a new type of foam, which reacts to the pressure applied to it, yet magically forms back to its original shape. Originally it was commercially marketed as medical equipment table pads and sports equipment, before having larger success as use in mattresses. This "slow spring back foam" technology falls under architectural innovation. It is commonly known as memory foam.

Radical innovation

Radical innovation is what we think of mostly when considering innovation. It gives birth to new industries (or swallows existing ones) and involves creating revolutionary technology. The airplane, for example, was not the first mode of transportation, but it is revolutionary as it allowed commercialized air travel to develop and prosper. The four different types of innovation mentioned here – Incremental, Disruptive, Architectural and Radical – help illustrate the various ways that companies can innovate. There are more ways to innovate than these four. The important thing is to find the type(s) that suit your company and turn those into success.

DIFE's Innovation-A Design Thinking Approach

Sikder Mohammad Tawhidul Hasan
Assistant Inspector General (Safety)
DIFE ICT Cell
Department of Inspection for Factories & Establishments

Nothing can be achieved overnight, you need to have a very distinct vision, you need to have a very clear and strong mindset to achieve, you ought to push your own boundary and moreover, you need to follow your clairvoyance what you want to do.

Every journey began with extracting from the scratch with regard to so many thoughts keep hovering in the mind but a few could be isolated which would eventually drive ones to find a lead to do something outside the box. Notwithstanding, when it comes to transforming any idea or vision into reality, the most difficult part is to keep pace with 'win-win' phenomenon between what you opt to ideate and what and how you want it to be.

Every aspects of innovative approach are strongly pertinent to design thinking process. Design Thinking is not an exclusive property of designers—all great innovators in literature, art, music, science, engineering, and business have worked on it. But why this phenomenon is called Design Thinking? What are those attributes that made Design Thinking so unique? It indicates that a human-centered technique could be approached by the innovators in order to solve the real-world problems in a creative and an innovative way. A Design Thinking process provides a solution-based approach to solve problems, in other words it is a problem-based solution approach.

Before going to deep dive for analyzing how we implemented the design thinking approach on three particular inspiring innovation cases, I just want to take the opportunity to present the process concisely from the theoretical point of view.

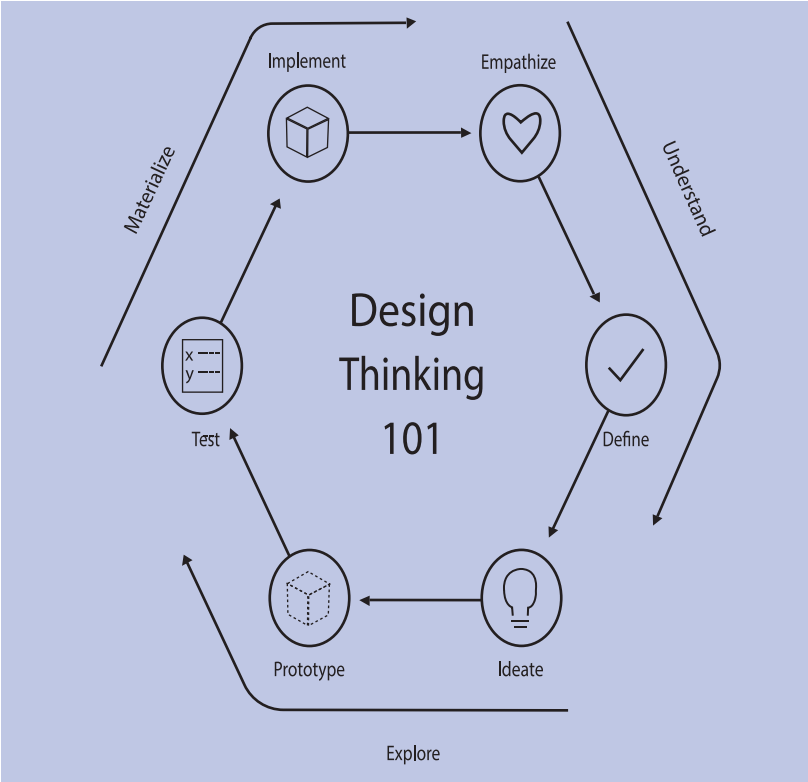

Empathize: The goal of this phase is to understand your end users, by searching and gathering information about their requirement. During this phase, we can use several different tools, such as interviews, focus groups, observations, and surveys.
Define: In this phase, we collect and categorize information from the Empathize phase. It's here where we define User Personas and User Journeys.
Ideate: Using the above information, the innovation team ideates the

solution and everything must be expressed and documented. Prototype: During this phase, something tangible is created, that will allow you to verify your idea in real life. Test: Verify your idea in real life with actual end users. Ask questions and get feedback on how to improve it.

Implement: This is the phase where all the collective approach converted into a final product.

The following are the in-detail illustrative enlightenment of the three innovation initiatives of DIFE with the adoption of design thinking approach:

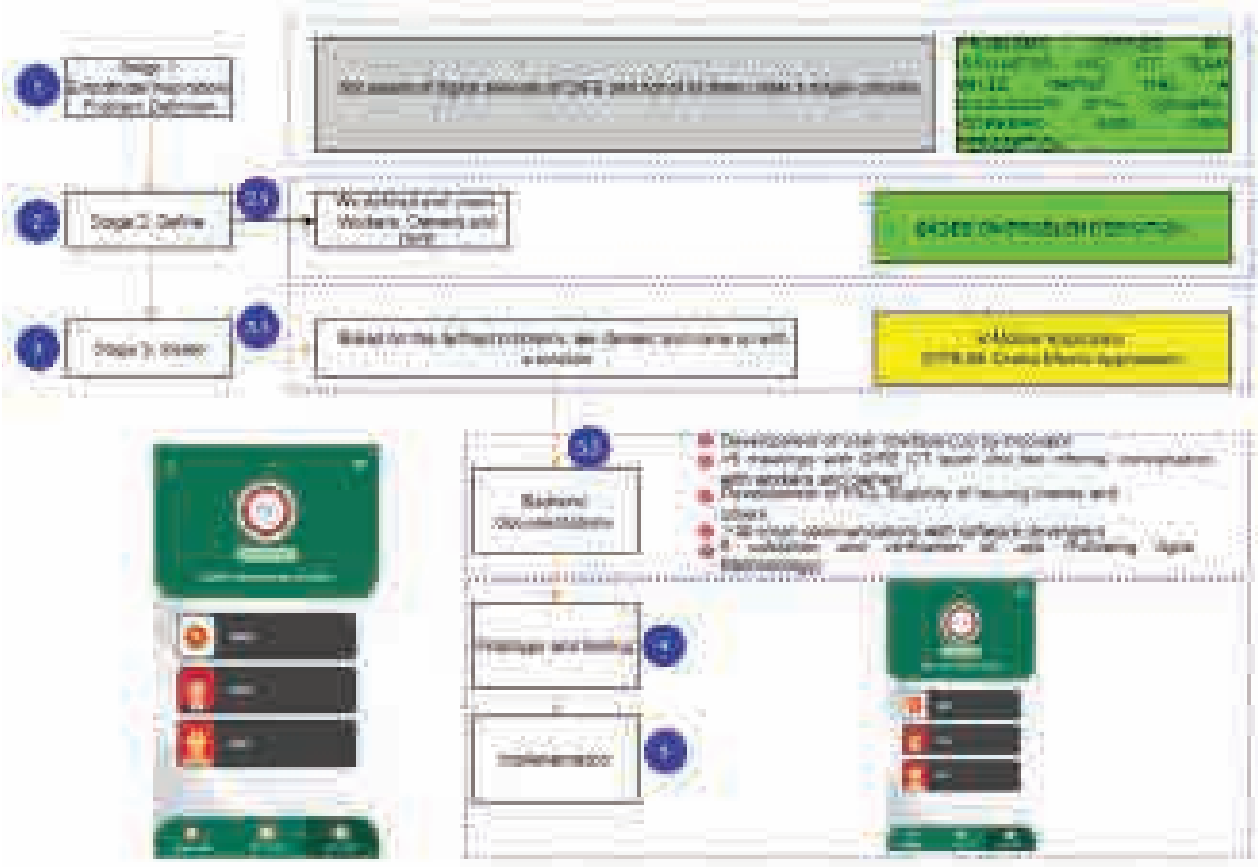

Innovation Case 2: DIFE Ek Sheba Mobile Application

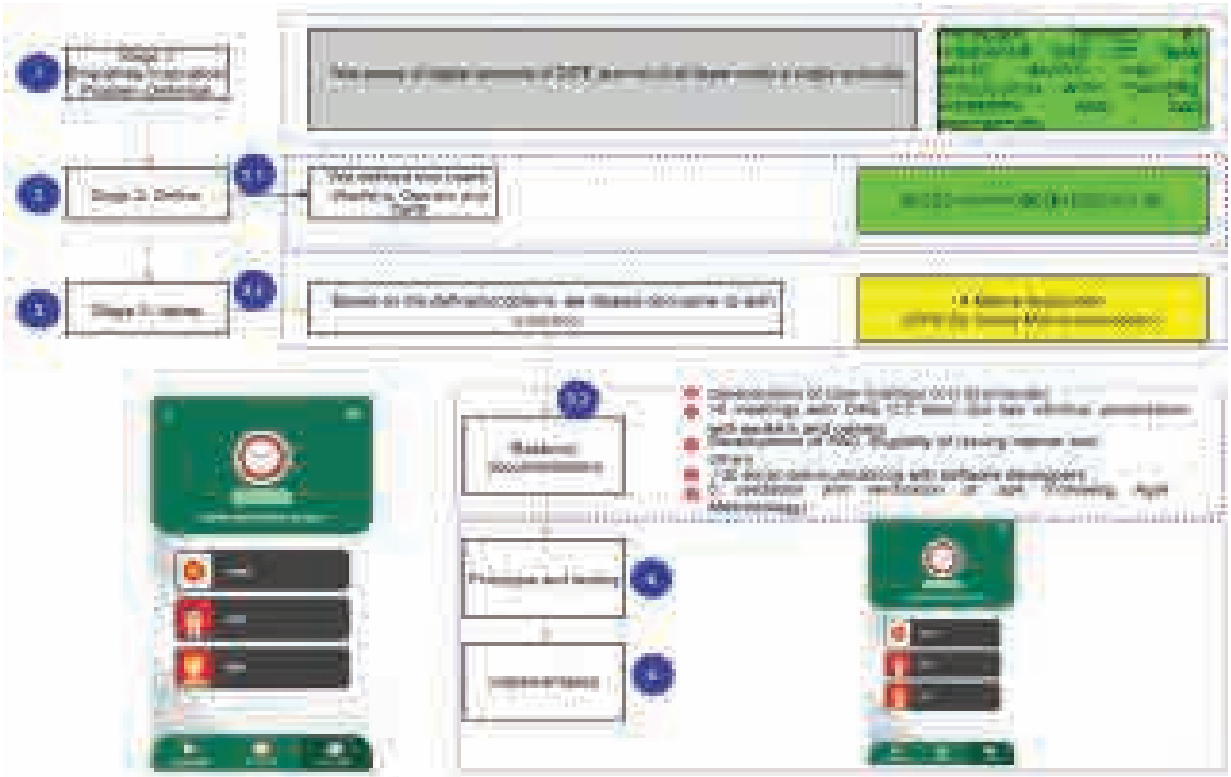

Innovation Case 2: DIFE Ek Sheba Mobile Application

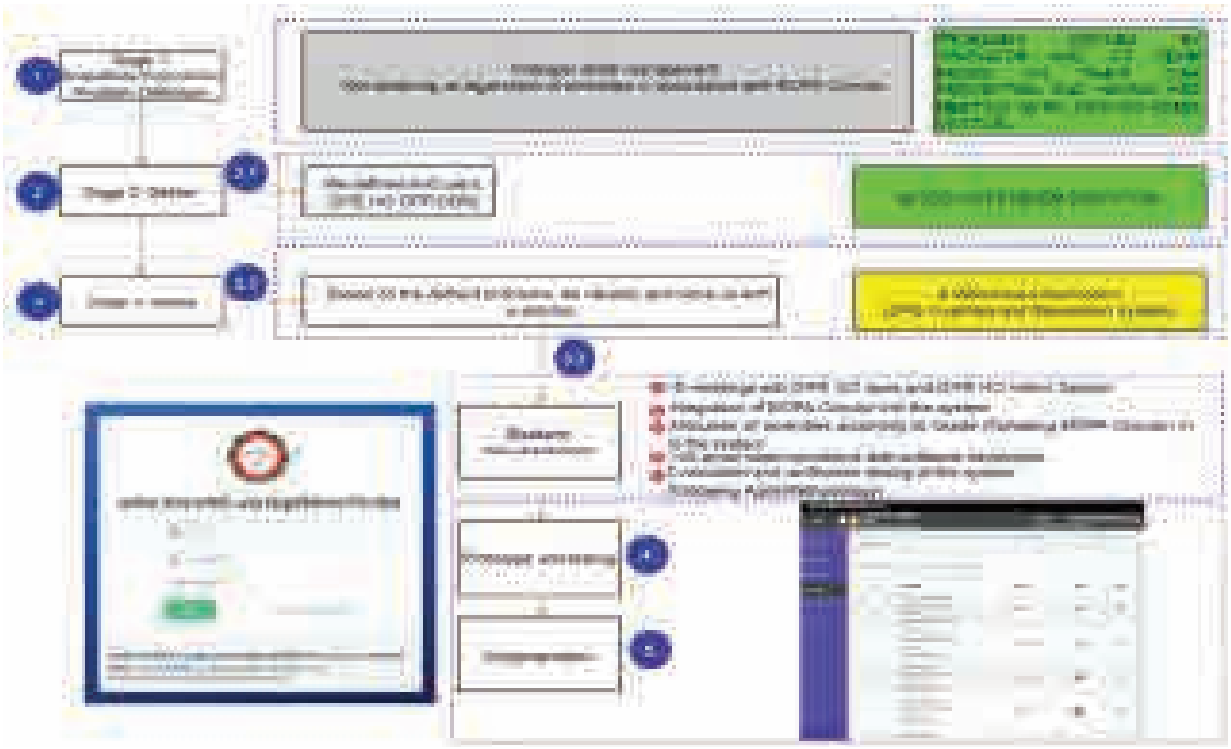

Innovation Case 3: DIFE Inventory and Requisition System

ইনোভেশন এবং সেফটি নিয়ে কিছু ভাবনা

মোঃ মিজানুর রহমান জনি
সহকারী মহাপরিদর্শক (সেফটি)
প্রধান কার্যালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সেফটি নিয়ে কাজ করার তো অনেকদিনই হয়ে গেল, অনেকবার ভেবেছি কিছু লিখব কিন্তু লেখা আর হয়ে ওঠে না। কর্মজীবনের এতোগুলো বছরের মধ্যে সৌভাগ্যক্রমে বহুজাতিক একটি প্রতিষ্ঠানেও সেফটি নিয়ে কাজ করার ও শেখার সুযোগ হয়েছিল, উপরন্তু সরকারের ইচ্ছা এবং ডেনমার্কের ডানিডা ফেলোশিপ সেন্টারের পৃষ্ঠপোষকতায় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সেফটি নিয়ে উচ্চশিক্ষা এবং পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানের চর্চা সরাসরি দেখারও সুযোগ হয়েছিল।

বর্তমান কর্মস্থলে দায়িত্বের পরিসর অনেক বেশি এবং কাজ করতে হয় সবরকম সক্ষমতার প্রতিষ্ঠানের সাথে, ফলে মানদণ্ডটিও ঠিক করা আছে সবার অর্জনযোগ্য সীমা বিবেচনা করেই। তো আজকের বিষয় যেহেতু ইনোভেশন, তাই ভাবলাম কর্মক্ষেত্রে কী কী ইনোভেশন আমি পূর্বতন কর্মস্থল ও আন্তর্জাতিক পরিণ্ডলে শিখলাম তা সহকর্মীদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে কিছু লিখি, তাই এ প্রচেষ্টা।

সেফটি বা সুরক্ষার মূলমন্ত্রই হচ্ছে কোন কাজ নিরাপদে করা গেলে করো, না হয় করো না। বাস্তব জীবনে এই মন্ত্র অনুসরণ করার অনেক পদ্ধতিই আছে, তার মধ্যে একটির কথা উল্লেখ করছি। আগের কর্মস্থলে আমরা একটি কার্ড ব্যবহার করতাম, যার নাম ছিল "স্টপ ওয়ার্ক অথোরিটি কার্ড"। এটি ছিল কর্মক্ষেত্রের সবার জন্য প্রযোজ্য। প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ব্যক্তি হতে সর্বনিম্ন পদের ব্যক্তিটি যেকোন কাজ করতে গেলে নিজেকে নিজে এবং অন্যকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হতে নিবৃত্ত করতে এই কার্ড ব্যবহার করতে পারতো। কেউ যদি কারো কোন অনিরাপদ কাজ বন্ধ করতো, তখন কর্মসম্পাদনকারীর সাথে পরামর্শ করে, কাজের ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত করে, যাবতীয় সুরক্ষা নিশ্চিত করে তারপর কাজ শুরু করতো। এতে হয়তো কিছুটা সময় বেশি লাগতো, কিন্তু নিরাপদে কাজ করার একটা মানসিকতা এবং চর্চা চালু হতো, যা পরবর্তীতে অনেক দুর্ঘটনা লাঘবে ভূমিকা রাখতো।

এবার দু-একটি উৎকৃষ্ট সেফটি চর্চা নিয়ে বলবো যেগুলো উচ্চশিক্ষাকালীন দেশের বাইরে দেখেছি। যারা কাজের বেশিরভাগ সময়ই বসে কাজ করে তাদের নানা পেশাগত আর্গোনমিক ব্যাধি যেমন: কোমরে, কাঁধে বা মাথা ব্যথা; কর্মস্পৃহা এবং কর্মদক্ষতা কমে যাওয়া, এমনকি দৃষ্টিশক্তিও হ্রাস হয়ে যায়। এসকল প্রতিরোধে দিনের একটা নির্দিষ্ট সময়ে কর্মক্ষেত্রের সবাই একত্রে কাজ বন্ধ করে সঞ্জীবনী কোন গানের সাথে ফ্রী-হ্যান্ড কিছু কসরত করে নেয়। এতে মানসিক, শারীরিক এবং পেশাগত উৎকর্ষ সবই নিশ্চিত হয়।

আরেকটি ভালো চর্চা আমি দেখেছি, কোথাও কোন দুর্ঘটনা ঘটলে তা সাথে সাথে তদন্ত করে তার কারণ নিরূপণ করে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করে দেওয়া হতো যেন একই দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়। এসকল তদন্তের উদ্দেশ্য কখনোই ব্যক্তি পর্যায়ে কারো দোষ বা কারো দায় নিরূপণ নয় বরং এ দুর্ঘটনায় ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে কোন ত্রুটি থাকলে তা সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হতো। আমাদের অধিক্ষেত্রাধীন কর্মক্ষেত্রে অনেক সময়ই অনেক দুর্ঘটনা ঘটে, যার তদন্তও হয়, তবে পুনরাবৃত্তি রোধে দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে সতর্কতা সৃষ্টিতে তেমন প্রচারণার উদ্যোগ দেখা যায় না। এসংক্রান্ত একটি বুলেটিন অন্তত আমাদের ওয়েবসাইট কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা যেতে পারে, কিছু সংখ্যক মানুষও যেন সতর্ক হতে পারে।

ভালো কাজের স্বীকৃতি মানুষকে আরোও ভালো কাজে উৎসাহিত করে। আমারও অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেফটি কাজে ভালো চর্চার পুরস্কার পাওয়ার এবং অন্যকে পেতে দেখার। বিষয়টি এরকম যে, কর্মক্ষেত্রে (মানে শুধু প্রধান কার্যালয় নয়, সকল জেলা কার্যালয়ে কর্মরত কর্মচারী) সকলে তাদের অধিক্ষেত্রাধীন এলাকায় কোন অনিরাপদ অবস্থা দেখে তার সুরক্ষায় কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরাপদ করলে, আনুষাঙ্গিক কাজের একটি বর্ণনা (ছবিসহ) সকলের অবগতি এবং শেখার জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করলে তাকে উৎসাহিত করা হতো কোন একটি প্রণোদনার মাধ্যমে। এই প্রণোদনা অন্যান্য সকলকেও উৎসাহিত করতো একই ভাবে কাজে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং ফলশ্রুতিতে ব্যাপক আকারে সেফটির বিষয়টি প্রাধান্য পেতো সকলের কাছে।

আমাদের কাজ করার অনেকগুলো কারণ আছে, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি হলো নিজের এবং পরিবারের জন্য জীবিকা নির্বাহ। এই জীবিকা নির্বাহ করতে গিয়ে কেউই কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় পতিত হতে চায় না । কিন্তু দুর্ঘটনা কোথায় ঘটবে আমরা সেটা বলতে পারি না। তাই দুর্ঘটনা ঘটলে যেন উদ্ধারকারী দল দ্রুত খুঁজে বের করে উদ্ধার করতে পারে তার জন্য আমি ব্যবহার করতে দেখেছি "টি কার্ড" নামে একধরণের কার্ড। কোন কর্মচারী যখন কর্মস্থলে প্রবেশ করে তখন এই কার্ডটি গেটের নিকটে রাখা বোর্ডে ঝুলিয়ে রাখে এবং কাজ শেষে বেড়িয়ে যাওয়ার সময় তা নিয়ে বের হয়ে যায়। এখন কর্মক্ষেত্রে কোন দুর্ঘটনায় সবাইকে যদি কর্মস্থল ত্যাগ করে নিরাপদ স্থানে সরে যেতে হয়, তখন নিরাপদে বের হয়ে সকলেই নিজের টি-কার্ডটি নিয়ে বের হয়ে যেতে পারে, শুধুমাত্র দুর্ঘটনায় পতিত ব্যক্তিবর্গই নিয়ে বের হতে পারে না। ফলে টি-কার্ড বোর্ডে উদ্ধারকারী একনজর তাকালেই বুঝতে পারবে কেউ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে কোথাও আটকে আছে কিনা। যদি পৃথক গ্রুপের জন্য আলাদা আলাদা টি-কার্ড বোর্ড থাকে। তখন আক্রান্ত ব্যক্তির সহকর্মীরাও বলতে পারবে দুর্ঘটনাকবলিত ব্যক্তির সম্ভাব্য স্থান কোথায়। কর্মক্ষেত্রে কোন দর্শনার্থী বা বাইরের কোন ব্যক্তির জন্য সাময়িক টি-কার্ড পৃথক বোর্ডে ঝুলানোর ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

বর্তমান আইনগত কাঠামোতে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিতে অনেক বিধানেরই সন্নিবেশ আছে যার প্রতি আমার পূর্ণ শ্রদ্ধা এবং আস্থা বিরাজমান। তথাপি মুক্ত চর্চার সুযোগ সৃষ্টিতে ইনোভেশন বা উদ্ভাবনী চিন্তার কোন বিকল্প নেই এবং চলমান বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সমস্যা সমাধান এবং উন্নতিকরণই ইনোভেশনের মূল উদ্দেশ্য। আমার এই লেখার মাধ্যমে হয়তো কোন সমস্যার সমাধান হবে না, তবে সেফটি নিয়ে কিছু চিন্তা যদি সৃষ্টি হয় সেটাই আমার সার্থকতা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উদ্ভাবন বিষয়ক গল্প

হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন অমিত, কাজ হারালেন নাসিম!

মোঃ ফোরকান আহসান
তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা
প্রধান কার্যালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

রফিক স্যার: (ইন্টারকমে ফোন দিয়ে) "হ্যালো, অমিত সাহেব, কিছু স্টেশনারী পণ্যের রিকুইজিশন দিয়েছিলাম। পাঁচদিন হয়ে গেলো জিনিসপত্র পাওয়ার খবর নেই। এদিকে প্রিন্টারে কাগজ নেই, টোনারে কালি নেই। কি অদ্ভুত কাণ্ড! কোন দায়িত্ব জ্ঞান নেই। এভাবে কি অফিস চলতে পারে নাকি? দ্রুত স্টেশনারী পণ্যগুলো রুমে পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।"
অমিত: "স্যার, এতদিন হয়ে গেলো আপনি রিকুইজিশন দিয়েছেন অথচ আমার কাছে তো আপনার রিকুইজিশন আসেনি। আমি দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করছি স্যার।"

অমিত: (নাসিম সাহেবকে ফোন করে) "হ্যালো, নাসিম সাহেব আপনি কোথায়? এখনো রফিক স্যারকে স্টেশনারী জিনিসপত্র দেননি। কি যে করেন আপনারা? আপনার কাছে রিকুইজিশন দিয়েছেন স্যার আর ঝাড়ি খাচ্ছি আমি। আপনি এখনই আমার রুমে আসেন।"
নাসিম: "স্যার, আমার স্ত্রী সাংঘাতিক অসুস্থ বিধায় আমাকে জরুরি ভিত্তিতে বাড়িতে আসতে হয়েছে। স্টোর রুমের চাবি আমি শরিফের কাছে দিয়ে এসেছি। শরিফকে বললেই জিনিসপত্র দিয়ে দিবে।"

অমিত: "অত্যন্ত দুঃখিত, আপনার স্ত্রী অসুস্থ। তিনি দ্রুত সুস্থ হোন। তবে বাড়ি যাওয়ার আগে জানিয়ে যাবেন না? আর রিকুইজিশন পেপার তো আপনার কাছে। শরিফের কাছ থেকে স্টেশনারী পণ্যগুলো নেয়ার ব্যবস্থা করবো কিভাবে? কী একটা অদ্ভুত সিচ্যুয়েশন! এভাবে কাজ করা যায় নাকি? এদিকে মন্ত্রণালয় থেকে আবির স্যার এপিএ রিপোর্টের জন্য বারবার ফোন দিচ্ছেন। এখন আমি কী আপনার রিকুইজিশন পেপার খুঁজে বের করবো নাকি মন্ত্রণালয়ের চাহিত রিপোর্ট তৈরি করবো?"
নাঈম: (ইতোমধ্যে অমিতের রুমে ঢুকে) "অমিত ভাই, সরাসরি রিকুইজিশন পেপার নিয়ে আপনার রুমে চলে আসলাম। এক রিম কাগজ আর দুইটা পেপার ওয়েট দরকার ছিল ভাই। ফ্যানটা চালালে কাগজপত্রগুলো একদম টেবিলে থাকে না। একটু যদি আপনি সুপারিশ করে দিতেন।"

অমিত: "আপনি নিজেই আসলেন রিকুইজিশন পেপার নিয়ে? একজন পিয়ন পেলেন না? এটা কোন কথা হলো। আর বলবেন না ভাই। একদিকে মন্ত্রণালয় থেকে স্যার এপিএ রিপোর্টের জন্য বারবার ফোন দিচ্ছেন। অন্যদিকে জেআইজি এডমিন স্যার ডাকছেন। কোনদিকে যাব? এই অবস্থায় স্টেশনারী নিয়ে চিন্তা করার সময় আছে আমার বলেন? ইনভেন্টরি রিক্যুইজিশন পেপারে কেন আমার সুপারিশ করতে হবে? কেবল সময় নষ্ট। এই কাজটাকে সহজ করা যায় না? বর্তমান সরকার ডিজিটালাইজেশন, ইনোভেশন, সেবা সহজীকরণে ইতোমধ্যে যথেষ্ট কাজ করছে। আমাদের দপ্তর ই-ফাইলিং-এ সারা দেশের মধ্যে এ পর্যন্ত ২৪ (চব্বিশ) বার শীর্ষ স্থান অর্জন করলো। Labour Inspection Management Application (LIMA)-অ্যাপ এর মাধ্যমে আমরা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ 'শ্রম পরিদর্শন'-ব্যবস্থা এবং অন্যান্য রিপোর্টিং-কে ডিজিটালাইজেশন করলাম। আমাদের এই উদ্যোগ আইএলও এবং ভিয়েতনামে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রোগ্রামে ব্যাপক সুনাম অর্জন করলো অথচ আমার দপ্তরের এই স্টেশনারী রিক্যুইজিশন এখনো সেই মান্দাতার আমলের সিস্টেমে রয়ে গেলো। এটাকে এমন পদ্ধতিতে আনা যায় না যেই পদ্ধতির মাধ্যমে অনুমোদন এবং স্টোর কিপার কর্তৃক পণ্য সরবরাহ সহজ হয়ে যায়!"

নাঈম: "টেনশন করবেন না অমিত ভাই। কোন খবর রাখেন? হাসান ভাইয়ের নেতৃত্বে আমাদের দপ্তরের আইসিটি সেল দুর্দান্ত কাজ করছে। আর বর্তমান আইজি স্যারকে দেখেছেন? কী মেধাবী, বিচক্ষণ, ইতিবাচক আর গতিশীল কর্মকর্তা? ভাল কোন উদ্যোগ স্যারের কাছে উপস্থাপন করা মাত্রই বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়ে দেন। আর কেবল নির্দেশ দিয়েই শেষ নয় সবকিছু স্যার নিজেই সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন। গত কয়েকদিনে কেমন কাজ হলো দপ্তরে কিছু বুঝতে পারছেন না? সব ভাল উদ্যোগ দপ্তরে বাস্তবায়িত হয়ে যাবে। ডিজিটালাইজেশন, ইনোভেশন, সেবা সহজীকরণ সবক্ষেত্রেই আইজি স্যার কাজ করতে চান। কেবল আর কয়টা দিন অপেক্ষা করেন। আপনার এবং নাসিমের চাকরি নাই হয়ে যাবে।"

অমিত: "কী বলেন ভাই! আমার বয়স ত্রিশ শেষ হয়ে গেলো! এই বয়সে চাকরি চলে গেলে কী করে খাবো। এছাড়া করোনা পরিস্থিতিতে কেউ চাকরি দিবে না। এখন পর্যন্ত চাকরিটা স্থায়ী হলো না! করোনায় মারা গেলেও শান্তি নাই। পরিবারও কিছু পাবে না।"

নাঈম: "অমিত ভাই, আপনি খালি টেনশন করেন। চাকরি যাবে না ভাই। দপ্তরের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রদানকৃত ইনভেন্টরি রিক্যুইজিশন পেপারে সুপারিশ করার যে কাজটা এখন আপনি নিয়মিত করছেন এই কাজটি থাকবে না। এটি হবে অল্প সময়ে অনলাইনে। এছাড়া আইজি স্যারের নেতৃত্বে অন্যান্য কাজেও সহজীকরণ করা হবে। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে। আমাদের চাকরিও স্থায়ী হয়ে যাবে। আমরা আশাবাদী।"

কাল্পনিক চরিত্র এবং সংলাপের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা উপর্যুক্ত পরিস্থিতিগুলো ছিল অধিদপ্তরের ইনভেন্টরি রিক্যুইজিশন এর ক্ষেত্রে এতদিনের নৈমিত্তিক ঘটনা। এখন আর সেই দিন নেই। অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যার যার প্রাপ্যতা অনুসারে স্টেশনারী পাওয়ার ক্ষেত্রে অযাচিত কষ্ট ও শ্রম লাঘব হয়েছে। স্টেশনারী বণ্টনেও স্বচ্ছতা ও গতি সৃষ্টি হয়েছে। সরকারি প্রজ্ঞাপন অনুসারে ইনভেন্টরি ডাটাবেজ নির্ধারিত থাকায় কোন কর্মকর্তা কী কী পণ্য ও সেবা প্রাপ্য এবং তিনি নির্ধারিত সময়ের মাঝে কী পরিমাণ স্টেশনারী পণ্য সেবা গ্রহণ করলেন তা সহজে এবং অল্প সময়ে ট্র্যাক করা যাচ্ছে। স্টোরে কী পণ্য কত ইউনিট ক্রয় করা হয়েছিল? কী পরিমাণ ব্যয় হলো এবং কী পরিমাণ স্টোরে মজুদ আছে তাও দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক সহজে মনিটরিং করা যাচ্ছে এবং এটি অনলাইনে সহজেই করা যাচ্ছে। ইনভেন্টরি রিক্যুইজিশন সিস্টেমে কাগজপত্রের ব্যবহার প্রায় 'জিরো' হয়ে গিয়েছে ফলে অভাবনীয় ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রবর্তিত "ইনভেন্টরি অ্যান্ড রিক্যুইজিশন সিস্টেম" চালু হওয়ার মাধ্যমে।

এদিকে অমিত সাহেব হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন। তাঁর উপর থেকে বিরাট বোঝা অপসারিত হয়েছে। বর্তমানে অর্পিত অন্যান্য দাপ্তরিক দায়িত্ব তিনি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার সময় পাচ্ছেন। দাপ্তরিক অন্যান্য কাজে সৃজনশীলতা আনয়ন এবং সেবা সহজীকরণের জন্য তিনি নিজেই এখন নতুন নতুন ধারণা উপস্থাপন করছেন।

নাসিম কাজ হারায়নি বরং এখন নাসিমের কাজ অধিকতর সহজ হয়েছে। নাসিম জরুরী প্রয়োজনে ছুটিতে গেলেও সমস্যা নেই। নাসিমের পরিবর্তে স্টোরের বিকল্প দায়িত্বে থাকা কর্মচারী সহজেই অল্প সময়ে অনায়াসে স্টেশনারী পণ্য নির্ধারিত কর্মকর্তার কক্ষে পৌঁছে দিতে পারছেন। এভাবেই দাপ্তরিক কার্যক্রমগুলোতে ইনোভেশন এবং সেবা সহজীকরণের মাধ্যমে এগিয়ে যাচ্ছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)।

এটি নিছক একটি গল্প

মোঃ আমিনুল ইসলাম
শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ),
উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম।
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

বাস্তব উদাহরণ: অস্ট্রেলিয়ায় সেন্টারলিংক (https://www.centrelink.gov.au/) নামক একটি সরকারি সেবা চালু আছে যেটার অনেকগুলো সার্ভিস এর মধ্যে একটি হলো একজন ব্যক্তি যতবার চাকরি বদল করুক না কেন তার সার্ভিস বেনিফিটগুলো সরকারি একটা কোষাগারে জমা হবে এবং চাকরি শেষে বা মধ্যবর্তী কোন সময়ে আপদকালীন ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তি তার ফান্ড থেকে প্রয়োজনীয় অনুপাতে টাকা উত্তোলন করে ব্যবহার করতে পারবেন। বাংলাদেশেও তার কাছাকাছি একটা সিস্টেম চালু আছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে ঠিকাদার সংস্থাগুলো লাইসেন্স করার পরবর্তীতে ঠিকাদার সংস্থার অধীনে নিয়োজিত শ্রমিকদের অনুপাতে আইনানুগ একটি টাকা যৌথ তহবিলে জমা দিতে হয় যা ওই সংস্থার অধীন নিয়োজিত শ্রমিকের চাকরির অবসান পরবর্তী প্রাপ্ত সুবিধার একটি বড় অংশ সংরক্ষণ করে। এই ব্যাপারটা দেশের সব সেক্টরে প্রয়োগ করা যায়।

সামান্য পূর্বকথা: অধিদপ্তরের পরিদর্শকগণ বাংলাদেশ শ্রম আইনের ১২৪ক ধারা অনুযায়ী আপোষ মীমাংসার পেছনে সুদীর্ঘ সময় ব্যয় করেন। আর অভিযোগগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ আসে সার্ভিস বেনিফিট এর ব্যাপারে। চাকরির অবসান পরবর্তী সুবিধাদি মালিক কর্তৃপক্ষ যথাসময়ে শ্রম আইন অনুযায়ী ত্রিশ কর্মদিবস এর মধ্যে পরিশোধ না করার কারণে শ্রমিকপক্ষ অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পরবর্তী আইনানুগভাবে গৃহীত পদক্ষেপ শেষ হতে আরও একটা লম্বা সময় চলে যায় যেটা অভিযোগকারীর জন্য অসহনীয় বটে।

গল্পের মূল অংশ: আমরা জানি অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী। ঠিক এরকমই আমার খুবই অল্প প্রোগ্রামিং বিদ্যা আমাকে এ ধরনের অযাচিত কল্পনা করতে প্রলুব্ধ করে। এই কল্পনাটাই আমি এখানে একটু শেয়ার করি। ধরে নিই, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের একটি সাবডোমেইন (sub-domain) আছে, যার ঠিকানা হল: https://pension.dife.gov.bd। একজন শ্রমিক উল্লিখিত সাইটে তিনটি তথ্য দিয়ে নিবন্ধন করবেন। তথ্যগুলো হল:

১. একটি সেলফি (আমরা জানি ন্যাশনাল আইডি নিবন্ধনের সময় যে ছবিগুলো নেয়া হয়েছিল, ছবিগুলো দিয়ে আসল মানুষটিকে চিহ্নিত করা একটি দূরুহ কাজ)
২. ন্যাশনাল আইডি নম্বর/জন্মনিবন্ধন নম্বর (ন্যাশনাল আইডি'র উপর গুরুত্ব দেয়া হবে)
৩. একটি চালু মোবাইল নাম্বার

উপরের তিনটি তথ্যের মধ্যে দুটি তথ্য সরকারি বর্তমান তথ্যের সাথে ভেরিফিকেশন করতে হবে। যেমন-ন্যাশনাল আইডি ভেরিফিকেশন করতে হবে https://porichoy.gov.bd এর মাধ্যমে। আইসিটি মন্ত্রণালয়ের এ সাইটটি ইতিমধ্যেই চমৎকার সেবা দিয়ে যাচ্ছে। তারা ব্যবহারকারীর জন্য বিভিন্ন প্রিভিলিজের প্যাকেজ দিয়ে রেখেছেন। আর জন্মনিবন্ধন কার্ড ভেরিফিকেশন করতে হবে http://everify.bdris.gov.bd সাইট থেকে, যা স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীন। মোবাইল নাম্বারগুলো ভেরিফাই করতে হবে সংশ্লিষ্ট অপারেটরগুলোর ডাটাবেইজের মাধ্যমে। পুরো কাজটি শেষ করতে ১-২ মিনিট সময় লাগতে পারে। কোম্পানিগুলোকে একইভাবে নিবন্ধনের আওতায় আনতে হবে। মাস শেষে কোম্পানি নির্দিষ্ট শ্রমিকের জন্য সার্ভিস বেনিফিটের টাকাটা রেমিট (Remit) করে দিবেন এবং টাকা জমা হওয়ার মেসেজ শ্রমিকের মোবাইলে চলে যাবে। এ সংক্রান্ত যেকোন ডিসপিউট (Dispute) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের

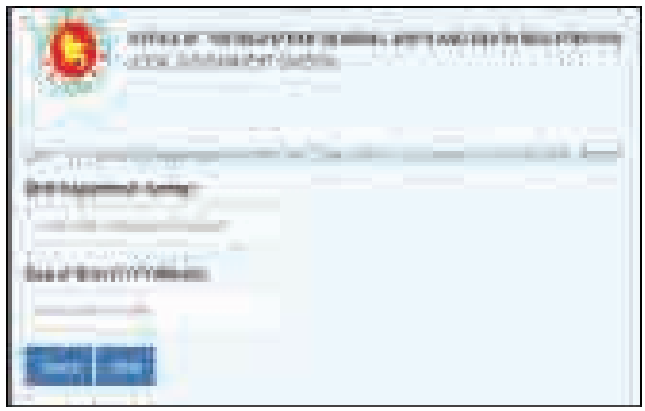

মাধ্যমে সমাধান করা হবে। বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুসারে একজন শ্রমিক ৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ার আগে চাকরি হতে ইস্তফা দিলে তিনি কোন চাকরির অবসানজনিত ক্ষতিপূরণ পাবেন না। এমতাবস্থায়, ইতিমধ্যে জমা হওয়া টাকাগুলো প্রয়োজনীয় তথ্য ভেরিফাই করে ঐ শ্রমিকের পূর্বের প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে রেমিট করে দেওয়া হবে। একজন শ্রমিক কোন কোম্পানি থেকে চাকরির অবসান পরবর্তী অন্য কোম্পানিতে যোগদান করলে নিজ উদ্যোগে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহপূর্বক পেনশন হিসাব হালনাগাদ করবেন, ফলে নতুন কোম্পানি একই হিসাবে সার্ভিস বেনিফিট জমা দিতে থাকবেন। পুরো ব্যাপারটাকে আমরা নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করতে পারিঃ

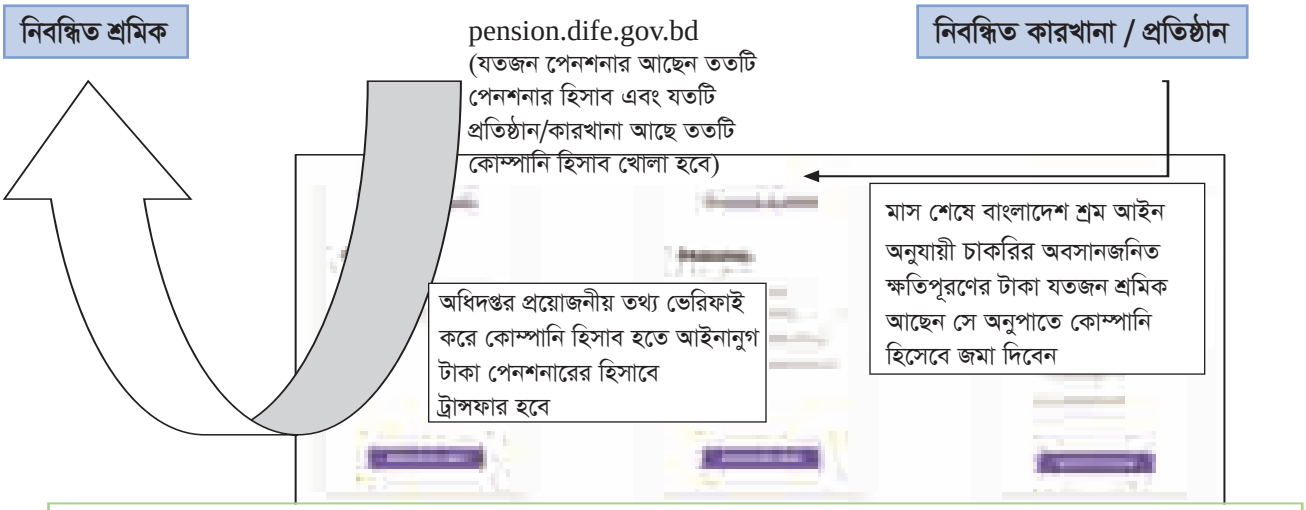

অধিদপ্তর বাংলাদেশ শ্রম আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা ও বিধি অনুসারে হিসাবের টাকা সমন্বয় করবে। যেমন-কোন শ্রমিক ০৫ বছরের আগে চাকরিতে ইস্তফা দিলে তার হিসাবে জমা হওয়া টাকা কোম্পানি হিসাবে ট্রান্সফার করা হবে। আবার, শ্রমিকের চাকরির মেয়াদ ১০ বছরের অধিক হয়ে গেলে প্রতি বৎসরের ক্ষতিপূরণের অতিরিক্ত টাকাটা কোম্পানি হিসাব হতে পেনশনারের হিসাবে ট্রান্সফার করা হবে।

বাজার লিস্টঃ

- ব্যবহারকারীর তথ্য ভেরিফাই করার জন্য নিয়মিত একটি খরচ আছে, যা ব্যবহারকারীর সংখ্যার উপর নির্ভর করবে।
- ডোমেইন ক্রয়ের জন্য নতুন কোন খরচের দরকার নেই, কারণ অধিদপ্তরের ইতিমধ্যে ডোমেইন নেওয়া আছে।
- হোস্টিং স্পেস (স্পেস একটু বেশীই লাগবে, কারণ অনেকগুলো ভাল কোয়ালিটির ইমেজ হোস্টিং করতে হবে)।
- ডাটাবেইজ (প্রোপ্রাইয়েটারী ডাটাবেইজের খরচ একটু বেশীই হবে। অবশ্য পৃথিবী বিখ্যাত কোম্পানিগুলোও এখন ওপেন সোর্স ডাটাবেইজ ব্যবহার করা শুরু করেছে)।
- ওয়েব সার্ভার (প্রোপ্রাইয়েটারী সার্ভার দরকার নেই। ওপেনসোর্স সার্ভার ব্যবহার করাই যায়)।
- সিকিউরিটি (এই সাইটটির প্রোটোটাইপ দাঁড় করানোর পরে ইথিক্যাল হ্যাকিংয়ের একটা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যায়, যাতে দেশের প্রফেশনাল সিকিউরিটি এক্সপার্টরা একটি বড় অংকের টাকার পুরস্কারের আশায় প্রতিযোগীতায় অংশ নিয়ে সাইটের Pitfall বের করবেন। কারণ প্রজেক্টটি সফল করার জন্য সিকিউরিটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়)।

এই ধরনের আইডিয়া বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত সুবিধাসমূহঃ

- এই আইডিয়া বাস্তবায়ন শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে নিঃসন্দেহে একটা মাইলফলক। যেসমস্ত শ্রমিক এতদিন চাকরির অবসান পরবর্তী পাওনা আদায়ে গলদঘর্ম হতেন সেসব শ্রমিক অতি দ্রুত পাওনা পেয়ে যাবেন। শ্রমিকরা/চাকরিজীবীরা নিশ্চিন্ত থাকবেন এই ভেবে যে, চাকরি জীবন শেষে একটি ভাল অংকের টাকা সংরক্ষণ করা আছে, যা জীবনের শেষভাগের জন্য অতি প্রয়োজনীয়।
- সরকারের কাছে দেশের শ্রমবাজারের একটা চমৎকার চিত্র থাকবে, যা গবেষণা ও সরকারের নীতি নির্ধারণী কাজে দারুণ সহায়ক ভূমিকা রাখবে।
- একজন শ্রমিকের চাকরির ইতিহাস রক্ষিত থাকবে।
- আপোষ মীমাংসার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

আজ সূর্যাস্ত দেখলাম

আইসিটি সেল
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

বর্ষণমুখর একটি দিন। নিবিষ্টচিত্তে হাদী সাহেব অফিসের কাজ করে যাচ্ছেন। বার বার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন। হাতে আছে মাত্র ত্রিশ মিনিট। বড়কর্তার বড় আদেশ-বিকাল চারটার মধ্যে ৬৪টি ফিল্ড অফিসের গত ছয়মাসের করোনাকালীন কার্যক্রমের বিশেষ রিপোর্ট প্রদান করতে হবে। একবার নিজের কম্পিউটারে কাজ করছেন একবার অফিস সহকারীকে জিজ্ঞেস করছেন, "আর কয়টা বাকি?" পাঁচ মিনিট পূর্বে অফিস সহকারীর সর্বশেষ উত্তর ছিল, "একত্রিশটা, স্যার।" এয়ারকন্ডিশন্ড রুমেও ঘেমে উঠল হাদী সাহেব। কীসের চারটা, রাত দশটার আগেও সম্ভব নয় মনে হচ্ছে। এদিকে বাড়িতে অসুস্থ বাচ্চা, বাসায় তাড়াতাড়ি পৌছানো প্রয়োজন। অফিস বস আর বাড়ির বসের অসন্তোষের কেন্দ্রবিন্দুতে নিজেকে আবিস্কার করে হাদী সাহেবের প্রেসার যেন কয়েকগুণ বেড়ে গেল।

বলাই বাহুল্য, সেদিন রিপোর্টিং শেষ হয়েছিল রাত সাড়ে নয়টায়। বাড়তি পাওনা হিসাবে বসের গালমন্দ আর রাত একটায় নিজের ফ্লাটের দরজায় মশার কামড়ে এক ঘণ্টা অপেক্ষা।

প্রায় একমাস পরের ঘটনা। ইনোভেশন টীমের সদস্য হিসাবে দপ্তরের সভায় অংশগ্রহণ করছেন হাদী সাহেব। ইনোভেশন অফিসার তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হাদি সাহেব, কোন চিন্তা আসে মাথায়?" আমতা আমতা করে বলল হাদী, "না, মানে স্যার তেমন কিছু না। তবে রিপোর্টিংকে যদি সহজ করা যেত! বিভিন্ন কার্যালয় হতে রিপোর্ট আনা, কম্পাইল করা, এনালাইসিস করা- এ এক যন্ত্রণার বিষয়।" ইনোভেশন অফিসার হাসতে হাসতে বললেন, "তো বের করেন একটা বুদ্ধি।" আইটি শাখার শাকিল সাহেব বললেন, " ওয়েব বেজড একটা রিপোর্টিং প্লাটফর্ম তৈরী করা যেতে পারে স্যার। প্রত্যেক কার্যালয়ের আলাদা ইন্টারফেস থাকবে। চাহিদামত তারা ইনপুট দিলে সহজেই মাস, বছর বা বিষয়ভিত্তিক রিপোর্ট হেডকোয়ার্টারে বসে এক ক্লিকেই জেনারেট করা যাবে।" গৃহীত হলো সিদ্ধান্ত। পরের দুই মাস ক্লান্তিহীন কাজের মধ্য দিয়ে 'ওয়ানক্লিক রিপোর্টিং সিস্টেম' আলোর মুখ দেখল।

জুনের মাঝামাঝি সময়। সবে আষাঢ়ের গোমড়া মুখ দেখা শুরু হয়েছে। জরুরি প্রয়োজন পড়ল চলতি অর্থবছরের কার্যালয়ভিত্তিক এক্সপেন্ডিচার হিসাব। দিনটি ছিল হাদী সাহেবের দ্বিতীয় বিবাহ বার্ষিকী। চিন্তায় সামর্থে যেন ধপ করে নিভে গেল হাদী সাহেব। পরক্ষণেই ওয়ানক্লিক রিপোর্টিং সিস্টেমের কথা মনে পড়ল। ছোট একটা মেইলে সকল কার্যালয়ে প্রয়োজনীয় রিকোয়ারমেন্ট জানিয়ে পরবর্তী একঘণ্টা মনিটরিং আর সমন্বয় শেষে পুরো রিপোর্ট যখন তৈরী হলো, তখন দুপুর তিনটা। স্যারের কাছে রিপোর্ট দিয়ে কাঁচুমাচু করে হাদী সাহেব বললেন, "স্যার, যদি অনুমতি পেতাম আধাঘণ্টা আগে বের হতে পারতাম, পারিবারিক প্রয়োজনে।" সানন্দে স্যার বললেন "ওকে, ওকে। ঠিক আছে। আর, ধন্যবাদ সময়মত রিপোর্ট তৈরী করার জন্য।"

ঐ দিন বিকাল পাঁচটা ত্রিশ মিনিট। এক তোড়া ফুল আর একটি ছোট্ট গিফটবক্স নিয়ে তার ফ্ল্যাটের কলিং বেল যখন চাপল তখন দিগন্তের উপর থেকে রক্তিম সূর্যের লাল আভা তার সারা শরীরে ছড়িয়ে যাচ্ছিল।

ডিজিটালাইজেশনে ডাইফঃ যেখানে মালিক-শ্রমিক-সরকার এক সেতু বন্ধনে

সৈয়দ নাহিদ হাসান
শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)
উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ঢাকা।
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

গত ২০-০৪-২০১৭ তারিখে কুমারখালিতে পরিদর্শনে যেয়ে পরিচয় হয় একজন জীবিত কর্মযোদ্ধা মাসুদ পারভেজ মিন্টুর সাথে। ক্লাস ফাইভে পড়তে পড়তেই শিশু শ্রমিক হিসাবে পরিবারের চাহিদা মেটাতে কাজে যোগদান করেন তিনি। কুষ্টিয়ার কুমারখালির নাম করা একটি টেক্সটাইল কারখানায়। টানা তের বছর কাপড় তৈরীর কাজ করে সে। চোখে কোন ধরনের সেফটি গ্লাস না ব্যবহার করায় হঠাৎ একদিন চলমান যন্ত্রের বলমের মাকুম তার ডান চোখে এসে আঘাত করে। কারখানার মালিক প্রথমে নিকটস্থ হাসপাতাল এবং পরে ঢাকা চক্ষু হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন এবং সকল চিকিৎসা খরচ তিনিই বহন করেন। কিন্তু মাসুদ ডান চোখটা চিরতরের জন্য হারান।

কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে আবার ঐ কারখানাতে কাজে যোগদান করে মাসুদ। এক চোখের উপর প্রচণ্ড প্রেসার পড়া সত্ত্বেও তিনি আরও তিন বছর এভাবে একচোখ নিয়ে কাজ করে যান। এরপর সকালে প্রচণ্ড চোখে ব্যথা হতে থাকলে নিয়মিত সকাল ৮ টার মধ্য কাজে যোগদান করাটা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ায় মালিকের সাথে কথা বলে চাকুরী ছেড়ে দেন। কিন্তু মাসুদ তার চাকুরির শেষে ঐ কারখানার মালিক এর নিকট হতে কোন প্রকার পাওনাদি বুঝে পায়নি। কোথায় গেলে পাওনা আদায়ে সহযোগিতা পাবে তা সে জানত না বা কেউ তাকে সে সময়ে সমাধান দিতে পারেনি।

মাসুদদের তিল তিল শ্রমের কারনে বাড়ছে কলকারখানা, বাড়ছে কাজের পরিধি, মালিকদের সম্পদ আরও সম্প্রসারিত হচ্ছে, সৃষ্টি হচ্ছে নতুন নতুন কর্মসংস্থান, এগিয়ে যাচ্ছে দেশ। কিন্তু পাঁচ/দশ/পনের বা বিশ বছর শ্রম দেওয়ার পর মাসুদদের এগিয়ে নিতে এগিয়ে আসলো শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর অনেক আগে থেকেই শ্রমজীবী মানুষের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে আসছিলেন, তাদের লোকবল ও সঠিক প্রচারণা ছিল না। প্রথমে আইএলও এর সহযোগিতায় এবং পড়ে নিজস্ব আইসিটি সেল এর তত্ত্বাবধানে চালু হলো হেল্পলাইন নাম্বার '১৬৩৫৭'। সারা দেশের ২৩টি কার্যালয়ের মাধ্যমে অনলাইনে আসা অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করা শুরু হলো। বর্তমানে অনলাইনে আসা অভিযোগের নিষ্পত্তির হার ১০০%।

জনাব সাইদুর রহমান চাকুরী করতেন বাংলাদেশের একটি স্বনামধন্য তৈরী পোশাক কারখানায়। চাকুরী হতে বিদায়ের সময় কারখানা কর্তৃপক্ষ তাকে আইন অনুসারে পাওনা না দেওয়ায় তিনি 'চাকুরী অবসানজনিত আইনানুগ পাওনা সংক্রান্ত' অনলাইনে অভিযোগ করেন।

গত ২০/০১/২০২১ তারিখে ঢাকা কার্যালয়ের তিনজন শ্রম পরিদর্শকের মধ্যস্থতায় এবং সম্মানিত উপমহাপরিদর্শক মহোদয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে উক্ত কারখানা কর্তৃপক্ষ জনাব সাইদুর রহমানের চাকুরী অবসানজনিত পাওনা ১,৫০,০০০/- টাকা পরিশোধ করে এবং অভিযোগের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা হয়।

এভাবেই ২৩টি কার্যালয়ের সকল পরিদর্শক, সহকারী মহাপরিদর্শক এবং উপমহাপরিদর্শকবৃন্দ লিখিত বা অনলাইনের অভিযোগ নিষ্পত্তি করে শ্রমিকের দাবি বা পাওনা আদায়ে কাজ করে যাচ্ছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর অনেক আগে থেকেই শ্রমজীবী মানুষের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে আসছে। বর্তমানে শ্রমিক-মালিকের জন্য সেবা সহজিকরণের লক্ষ্যে নানা ধরনের কাজ করে যাচ্ছে।

শ্রমিক- মালিকের জন্য সেবা সহজিকরণের লক্ষ্যে সর্বশেষ যে পদক্ষেপ নিয়েছে সেটি হল 'ডাইফ একসেবা মোবাইল এপ্লিকেশন'। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য যেসব সেবা অনলাইনে প্রদান করা হয় সেগুলো হলো-অনলাইনে কারখানা/প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান, অনলাইনে কারখানার লে-আউট প্লান অনুমোদন, অনলাইনে কারখানা/প্রতিষ্ঠান হতে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রদান, অনলাইনে অভিযোগ প্রদান, ডাইফ হেল্পলাইনের মাধ্যমে সরাসরি শ্রমিকদের কাছ থেকে অভিযোগ গ্রহণ ইত্যাদি। অধিদপ্তরের বিভিন্ন সেবা বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যার ফলে নাগরিকদের সেবা সম্পর্কিত তথ্য, আইন ও বিধি বিষয়ক তথ্যাদি পেতে অনেক বেগ পেতে হত।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন সেবা DIFE Eksheba Mobile Application এর মাধ্যমে একটি একক প্লাটফর্মে নিয়ে আসা হয়েছে। নাগরিকদের সেবা সম্পর্কিত এবং আইন ও বিধি বিষয়ক তথ্য, লাইসেন্স গ্রহণ এবং নবায়ন, বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রেরণ, শ্রমিকদের অভিযোগ প্রদান আরও সহজ হয়েছে।

'ডাইফ একসেবা মোবাইল এপ্লিকেশন' অ্যাপস এর মাধ্যমে সেবাগ্রহীতা জানতে পারবেন -

- মহাপরিদর্শক মহোদয়ের মিটিং এর সময়সূচী, মিটিং ক্যালেন্ডার সম্পর্কে জানতে পারবে।
- ডাইফ ডিরেক্টরি। যেখানে কার্যালয় অনুসারে সকল কর্মকর্তা- কর্মচারীর নাম, পদবি, ছবি, কর্মরত কার্যালয়, মোবাইল নং, ই-মেইল ইত্যাদি তথ্য থাকবে।
- বিভিন্ন আইন ও বিধি এবং বিভিন্ন সেক্টরে ঘোষণাকৃত নিম্নতম মুজুরির তালিকা/প্রজ্ঞাপন
- FAQ, আপনার সম্ভাব্য কিছু প্রশ্ন এবং তার উত্তর।
- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন দপ্তরের ২৩টি কার্যালয়ের ঠিকানা
- ১৬৩৫৭ হেল্পলাইন।
- অনলাইন অভিযোগ দাখিল ও অভিযোগ নিস্পত্তির বর্তমান অবস্থা।
- বিভিন্ন জরুরি হেল্পলাইন (৯৯৯, ১১১ এবং অন্যান্য)
- অন্যান্য

যত দিন যাচ্ছে ডাইফ শ্রমিক- মালিক এর সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে নিরলসভাবে। কোভিড-১৯ এর মহামারি সময়েও অত্র দপ্তরের প্রতিটি কর্মচারী-কর্মকর্তা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও কাজ করে চলেছে। বিভিন্ন শ্রম অসন্তোষ, দুর্ঘটনা বা যে কোন বিষয়ে অভিযোগ পেলেই ছুটে গিয়েছে সমাধানে।

'ডাইফ একসেবা মোবাইল এপ্লিকেশন' সেবা চালু হলে মালিক-শ্রমিক সকলের উপকার হবে এটা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

সপ্তম অধ্যায়

ইনোভেশন ও ইনোভেশন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য স্থিরচিত্র

লিমা বিষয়ক প্রশিক্ষণে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মুন্নুজান সুফিয়ান, এমপি

উদ্ভাবন ও আইসিটি নীতিমালা, ২০১৮ বিষয়ক কর্মাশালায় বক্তব্য দিচ্ছেন জনাব কে, এম, আব্দুস সালাম, সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ২৯ অক্টোবর ২০২০

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও চীফ ইনোভেশন অফিসার বেগম জেবুন্নেছা করিম-কে অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে সম্মাননা স্মারক তুলে দিচ্ছেন মহাপরিদর্শক জনাব মো: নাসির উদ্দিন আহমেদ, ৩১ মে ২০২১

উদ্ভাবকের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন মহাপরিদর্শক জনাব মো: নাসির উদ্দিন আহমেদ, ৩১ মে ২০২১

উদ্ভাবকের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন মহাপরিদর্শক জনাব মো: নাসির উদ্দিন আহমেদ, ৩১ মে ২০২১

উদ্ভাবকদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে উদ্ভাবকগণ এবং অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে
মহাপরিদর্শক জনাব মো: নাসির উদ্দিন আহমেদ, ৩১ মে ২০২১

উদ্ভাবন প্রদর্শনী (শো-কেসিং) অনুষ্ঠানে মহাপরিদর্শক জনাব মো: নাসির উদ্দিন আহমেদ, ৩১ মে ২০২১

উদ্ভাবন এবং সেবা সহজীকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ০৪ মার্চ ২০২১

উদ্ভাবন এবং সেবা সহজীকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ০৩ মার্চ ২০২১

উদ্ভাবন বিষয়ক শিক্ষা সফর, ০৮ মার্চ ২০২১

উদ্ভাবন এবং সেবা সহজীকরণ বিষয়ক কর্মশালা, ০৯ মার্চ ২০২১

উদ্ভাবন এবং সেবা সহজীকরণ বিষয়ক কর্মশালা, ০৯ মার্চ ২০২১

অষ্টম অধ্যায়

বিজ্ঞাপন

banglalink
FULL SPEED 4G তে
সব বেশি ফুল স্পিডে
আজই বাংলালিংক 4G সিম কিনে বা রিপ্লেস করে
এক্সপেরিয়েন্স করুন দেশের
FASTEST মোবাইল নেটওয়ার্ক

সকালের রোদ
বিকেলে একটু খেলাধুলা
রাতে পর্যাপ্ত ঘুম
ইমিউন সিস্টেম ভালো রাখতে
প্রতিদিন ভালো অ্যাকটিভিটির সাথে চাই
স্বাস্থ্যকর ভালো খাবার
স্বাদ ও পুষ্টির আস্থা

BERGER
সুরক্ষিত দেয়াল
নিরাপদ পরিবার
08000-123456
BERGER
VIRACARE

বেছে নিন ডেবেটিক্তে

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
ecoVerde
100%
recycled Premium
sewing thread
100%
performance.
What some people call eco-fashion we call a great idea. Making things that matter. And helping you achieve your environmental mission with EcoVerde - our sustainable line of 100% recycled premium sewing threads.
For more information please contact:
customercare.bangladesh@coats.com | +88 09606000035
COATS
CONNECTING.
PIONEERING.
TRUSTED.

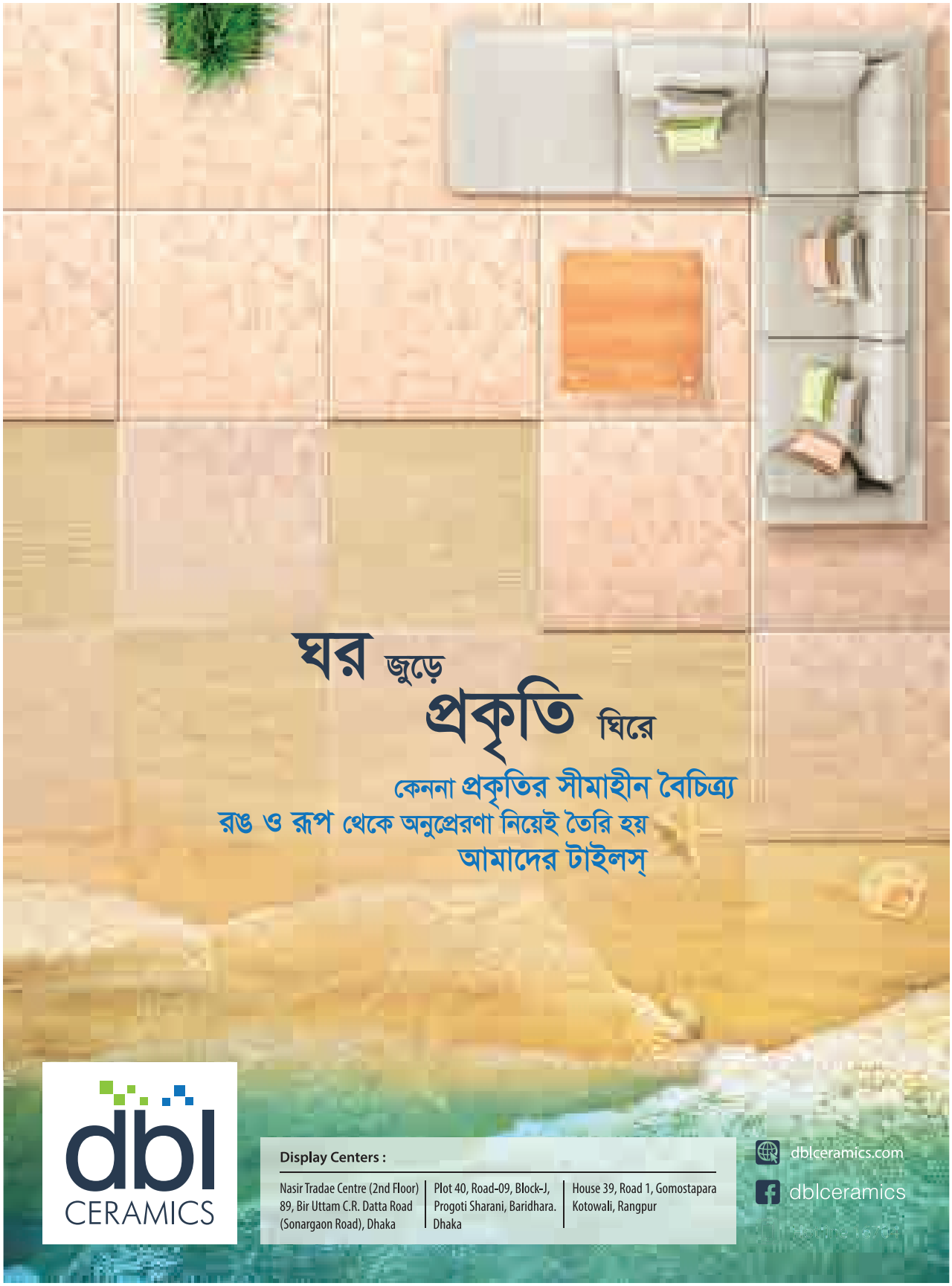
ঘর জুড়ে
প্রকৃতি ঘিরে
কেননা প্রকৃতির সীমাহীন বৈচিত্র্য
রঙ ও রূপ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েই তৈরি হয়
আমাদের টাইলস্
dbl
CERAMICS
Display Centers :
Nasir Tradae Centre (2nd Floor)
89, Bir Uttam C.R. Datta Road
(Sonargaon Road), Dhaka
Plot 40, Road-09, Block-J,
Progoti Sharani, Baridhara.
Dhaka
House 39, Road 1, Gomostapara
Kotowali, Rangpur
dblceramics.com
dblceramics

Novartis (Bangladesh) Limited

Changing the practice of medicine

At Novartis, we harness the innovation power of science to address some of society's most challenging healthcare issues. We are passionate about discovering new ways to improve and extend people's lives.

NOVARTIS

KSRM.COM.BD | 01755 665776
দেশের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী স্টিলে সুরক্ষিত
বঙ্গবন্ধু টানেল
‘বঙ্গবন্ধু টানেল’ দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম আন্ডার ওয়াটার টানেল যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথকে আরো সমৃদ্ধশালী করবে এবং প্রবেশ করবে দেশ উন্নয়নের এক নতুন মাত্রায়। এই উন্নয়নের অগ্রযাত্রার প্রথম অংশীদার হতে পেরে কেএসআরএম গর্বিত ও আনন্দিত।
KSRM
শেকড় থেকে শিখরে
*Creative Visualization

Holcim
ড্যাম্প নিয়ে নো টেনশন
পানি থেকে কমপ্লিট প্রোটেকশন
Holcim
Water Protect
ড্যাম্পনেস প্রতিরোধে কার্যকরী একটি সমাধান
হোলসিম ওয়াটার প্রোটেক্ট সিমেন্ট

GPH
ispat

প্যারাসুট জাস্ট ফর বেবি - নিরাপদ যত্নে বিশ্বব্যাপী লক্ষাধিক মায়ের পরামর্শ*^

Parachute®
Just™ for Baby

এই গরমে শিশুর ত্বকের নিরাপদ যত্নে এবং শিশুর ত্বক কে সতেজ রাখতে ব্যবহার করুন ১০০% নিরাপদ উপাদানে তৈরী প্যারাসুট জাস্ট ফর বেবি ওয়াশ আর পাউডার

100% SAFE INGREDIENTS

^Parachute Just for Baby is part of the Global brand - Just for Baby
*based on independent consumer survey

হাসুক বাংলাদেশ
ইনসেপ্টা এখন প্রতিদিন ৬ লক্ষ ভ্যাকসিন উৎপাদন করতে সক্ষম। সুস্বাস্থ্যে উজ্জ্বল বাংলাদেশ গড়ায় আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।
রোগ নিরাময়ের চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম
incepta
ইনসেপ্টা ভ্যাকসিন লিঃ

reckitt
WITH
COMPLIMENTS FROM
HARPIC
Dettol
Trix
MR.BRASSO

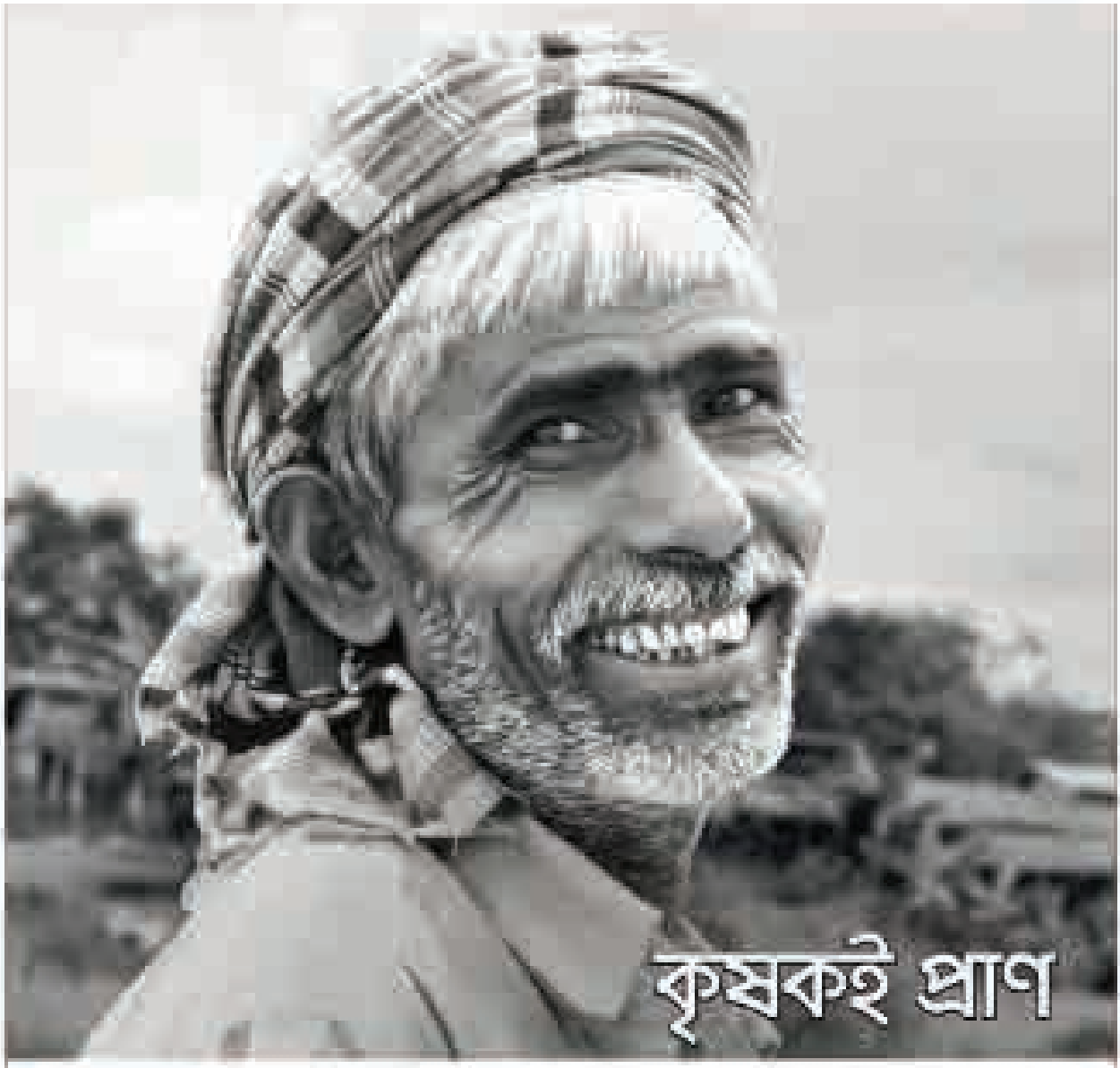

কৃষকই প্রাণ
আমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ ১ লাখ কৃষকের
ঘামে ভেজা সেরা ফলনই বিশ্বজয়ের প্রেরণা
প্রাণ

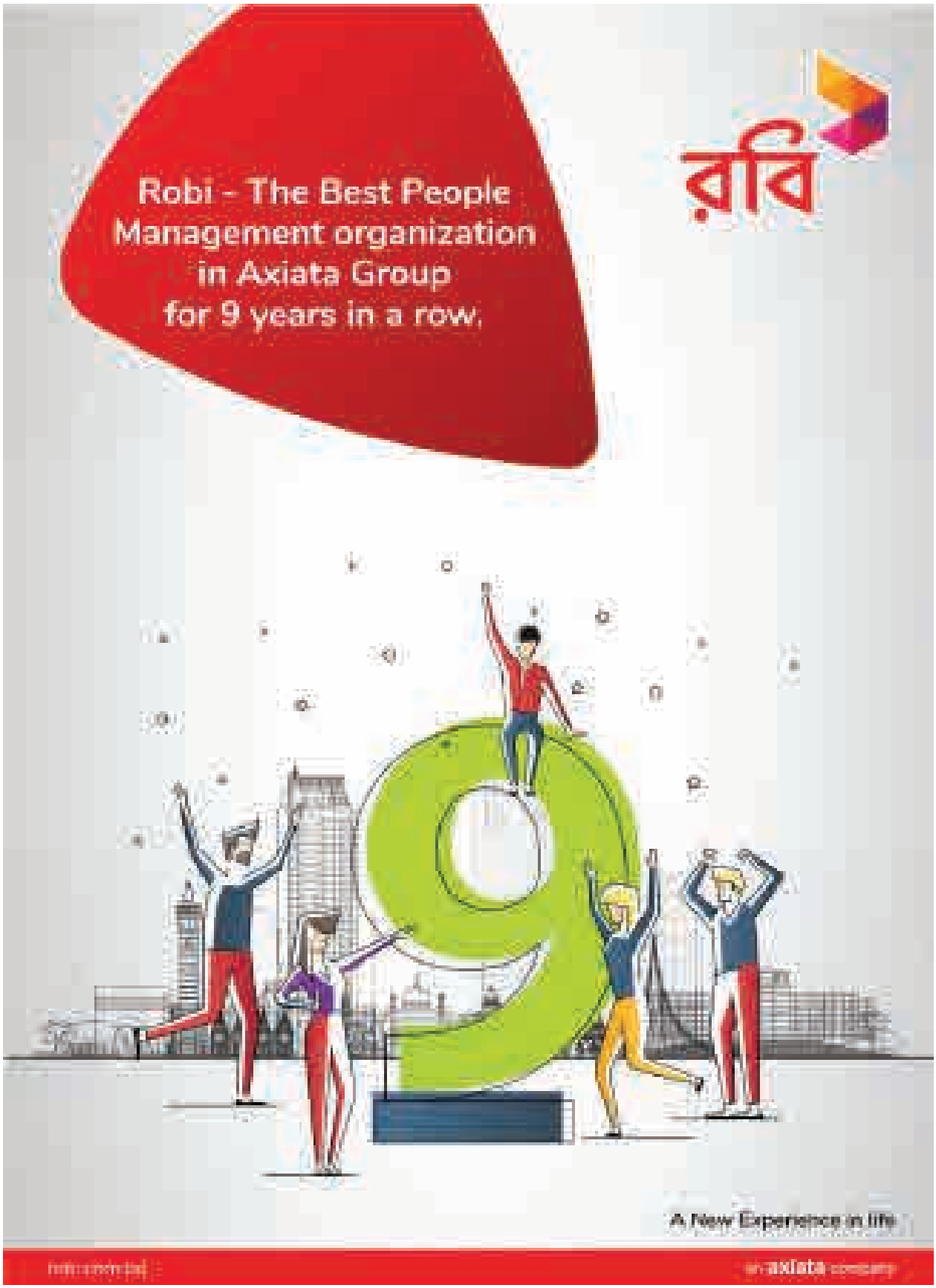
Robi - The Best People
Management organization
in Axiata Group
for 9 years in a row.
রবি
A New Experience in life
an axiata company

Linde
Standing up to the
Pandemic: the
Bangladesh story
We ensure that
oxygen reaches on
time to the hospitals
We are grateful for government support of
which enabled us to ramp up the
production and delivery.
supply to the nation is not affected.

Since 1978
BRB
অন্যতম বিশ্বে...
...বাংলাদেশে শীর্ষে
আমাদের উৎপাদিত পণ্য সম্ভার
Achievements
President Award
Awarded by Honorable President
National Export Trophy (Gold)
Awarded by Honorable Prime Minister
Certification
GL APPROVED
TÜV
Awards
জাতীয় পরিবেশ পদক
BSTI
বি এস টি আই অনুমোদিত
BRB
বি আর বি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ
ISO 9001-2015
certified company
প্রধান কার্যালয় ও কারখানাঃ বিসিক শিল্প নগরী, কুষ্টিয়া-৭০০০, বাংলাদেশ
ফোনঃ ০৭১ ৬১৬০০, ৭৩২৪৪, ৬১৯৩৩, ফ্যাক্সঃ +৮৮ ০৭১ ৭৩৬৪১, ই-মেইলঃ brbcables@gmail.com
ঢাকা অফিসঃ বাড়ী নং- ১০/বি, রোড নং- ৬, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫
ফোনঃ +৮৮০-২-৫৮৬১৭৬১০-১১, ফ্যাক্সঃ +৮৮০-২-৫৮৬১৫৮৭৬, ই-মেইলঃ brbdo@brbcable.com
web: www.brbcable.com

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
নিরাপদ কর্মপরিবেশ হোক সবার”

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম ভবন, ১৯৬ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি
বিজয় নগর ঢাকা-১০০০